জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

হড়পার আশঙ্কা

দুর্যোগ পিছু ছাড়ছে না উত্তর ভারতের। ভারী বৃষ্টিতে সিকিমে ধস। একাধিক রাস্তা বিচ্ছিন্ন। বিপাকে পর্যটকরা। মূলত ভূমিধসের কারণে নদীর গতিপথ আটকে যাওয়ায় ফের হড়পা বানের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে

কমবে বৃষ্টি

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কম থাকবে। নিম্নচাপের সরাসরি প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে নেই। শনিবার স্থানবিশেষে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। মাঝারি থেকে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত উত্তরে

মায়ের মৃত্যু, ৫ ঘণ্টার জন্য জামিন পেলেন চিন্ময় প্রভু

তারকেশ্বরের বিধায়কের ২০ লক্ষের 'তোলা' দাবি প্রকাশ্যে

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১০১ • ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ • ২৪ ভাদ্র ১৪৩৩ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 101 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 11 SEPTEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

প্রতিহিংসার বদলির বিল এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিধানসভায় প্ররোচনার ভাষণে সরাসরি হুমকি দিলেন শুভেন্দু

প্রতিবেদন : থ্রেট কালচার এবার সরাসরি বিধানসভায়! সেখানে দাঁড়িয়ে হুমকি-প্ররোচনার ভাষণ শুভেন্দু অধিকারীর। বাংলার কোনও প্রশাসনিক প্রধান বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কর্মীদের হুমকি দিচ্ছেন এমন উদাহরণ খুঁজলে মিলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিল আনার নামে আসলে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করে বিরোধীদের সমঝে দেওয়ার রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হাতিয়ার এই নতুন বিল। গুন্ডাদমন আইন আনতে গিয়ে রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত জোর ধাক্কা খেয়ে বসে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইনটি নিয়েও একই পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে।

'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬' পেশ হতেই অপপ্রয়োগের শঙ্কা তৃণমূলের। কেন এত তাড়াহুড়ো? অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে না? স্বয়ংশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার খর্ব করার অভিযোগ বিরোধীদের মুখে। বদলি সংক্রান্ত এই নীতি এভাবে কি প্রয়োগ করা যায়? সুপ্রিম কোর্টের যে কমিটি তারাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য ঠিক করেছে। স্বাধীন সংস্থার অধিকার এভাবে খর্ব করা যায় না।

আশ্চর্যের হল, বিলের বিরুদ্ধে ভোট না দিয়ে বালিশ শিবির ওয়াক-আউট করে শাসক শিবিরকে সুযোগ করে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ভোটাভুটিতে বিরোধিতা করে সরকারের প্রতিহিংসার বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হুমকির সুরে বলেছেন, যাঁদের নতুন নিয়ম পছন্দ হবে না, তাঁরা চাকরি ছেড়ে যেতে পারেন। প্রশ্ন, প্রতিবাদী অধ্যাপকরাই কেন টার্গেট? তাঁদের দিয়েই কেন দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়কে সবল করতে হবে? বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে 'বিরোধীদের চিড়বিড় করে জ্বলা'র কথাও বলেছেন শুভেন্দু। এ-প্রসঙ্গে নানা আইনের কথা বললেও শুভেন্দু প্রমাণ করে দিয়েছেন, আসল লক্ষ্য হল দলীয় সংগঠনকে ইন করতে প্রতিবাদীদের আউট করা। শুভেন্দু বলছেন গান্ধীজির ভাষা নয়, নেতাজির ভাষায় জবাব দেবেন। প্রশ্ন উঠেছে, নেতাজির লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। শরীরে ছিল দেশপ্রেম। দেশ স্বাধীন করার জন্য সব ধরনের (এরপর ৯ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দিগন্তে

দিগন্তের শূন্য উদ্যানে
মেরু পথের চরাচর দিক নিশান
স্বচ্ছতার অস্বচ্ছতার বায়ুস্কন্ধে
অনৈতিকতা বেমানান।
বন্ধ্যাত্ব জীবন বেলা।
অভীস্পার অপ্সরা কঙ্কনে
ঈপ্সিত বালুকাবেলা
বসন্তের বাতাসি সুরভে
সরষেফুল স্বর্ণখচিত গোধূলিলগ্ন
মুক্ত বিহঙ্গীর রকমারি ডানায়
সুশোভিত গোধূলি খেলা।
দাঁড়িয়ে আছে দর্শনধারী
ভোগ পিপাসুদের বটের ছায়ায়
সাদা-কালো আধপাকা দাড়ির মাঝে
ভাবাচ্ছে কলেবর
সর্বস্বান্ত হবার খেলায়।
ভবিষ্যৎ তো ভগ্নদশা
বৃথা হম্বিতম্বি, কালমেঘের রস
খেলেই রক্ত বাড়বে,
খেয়ে যাও বিদায় বেলা।

বিজেপিকে কারা দিল ১৫০০ কোটি

প্রতিবেদন : পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে বিজেপির ভাণ্ডারে ঢুকেছিল ১৫০০ কোটি টাকা! প্রশ্ন হল, এই টাকা কারা দিয়েছে? কেন দিয়েছে? বিজেপির কেন্দ্রীয় তহবিলে সরাসরি জমা পড়েছে ১৪৭৩ কোটি টাকার অনুদান। বাকি অন্যান্য তহবিলে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট থেকেই এই বিরাট ঘোটালা সামনে এসেছে। শুধু তাই নয়, অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে বিগত কয়েক বছরে বিজেপি কম করে ১০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। এই ভাবেই কর ফাঁকি দিয়েছে। এসব টাকা কেন দেওয়া হয়েছে এবং লেনদেন নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি রাজধানীতে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

অনামী দলগুলির অ্যাকাউন্টেও ১০ হাজার কোটি!

১৫ মার্চ থেকে ৬ মে পর্যন্ত যে সমস্ত রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে, তার রিপোর্ট (এরপর ৯ পাতায়)

কাল সভা হচ্ছে না শ্রীরামপুরে আলোচনা করেই দিন ঘোষণা

প্রতিবেদন : নেত্রীর সভায় জনস্রোত নিয়ে চিন্তিত বিজেপি সরকারের একের পর এক বাধা। আজ, শুক্রবার শ্রীরামপুরে সভা হচ্ছে না। আলোচনা করেই সভার পরবর্তী দিন ঘোষণা করা হবে। শ্রীরামপুরে মিছিল ও সভা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিশাল উদ্দীপনা। জনস্রোত দেখা যাবে এই আশঙ্কায় পদে পদে বাধা দিচ্ছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার সকালে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ তৃণমূলকে সভা করার অনুমতি দিলেও বিকেলে সিঙ্গল বেঞ্চের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় রাজ্য। সেখানেই বেঞ্চের প্রস্তাব মেনে শুক্রবারের সভা অন্যদিন করতে সম্মতি জানায় তৃণমূল। তবে তৃণমূলের কর্মসূচির পরিবর্তিত দিন কী হবে তা আজ আলোচনার পর দুপুরের শুনানিতে চূড়ান্ত হয়ে যাবে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আদালতকে সম্মান জানিয়ে শুক্রবার সভা করছে না তৃণমূল। আলোচনা করেই সভার দিন জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রধান বিচারপতি এদিনের শুনানিতে জানতে চান, শুক্রবার কি কোনও বিশেষ দিন? কল্যাণ জানান, অন্যদিনও কর্মসূচি করা যেতে পারে। কোর্ট পরের সপ্তাহে শুনানির কথা বললে আপত্তি জানিয়ে কল্যাণ বলেন, সেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। শুনানিটা আগে না হলে পুলিশি জুলুম চলতেই থাকবে। এরপরই তাঁর আর্জি মেনে বেঞ্চ জানিয়ে দেয় শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটায় মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিন, আদালতে শ্রীরামপুরে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন কল্যাণ। তিনি বলেন, পুলিশ একের পর তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করছে, ভয় দেখাচ্ছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে, জিনে নেহি দুঙ্গা। পুলিশ রক্ষক নয়, ভক্ষক। মানুষ এখন থানাতেই যেতে ভয় পাচ্ছে।

অফিস থেকে তুলে তৃণমূল নেতাকে খুন

সংবাদদাতা, ফলতা : পালাবদলের পরেই রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা ও খুনের রাজনীতি চরম সীমায় পৌঁছেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের একের পর এক নেতা ও কর্মীকে টার্গেট করে রাজ্যে এক ভয়ঙ্কর ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। পুলিশি হেফাজতে তিন তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ফলতায় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন। রাজ্যের শাসকদল বিজেপির প্রত্যক্ষ মদতেই এই খুনের রাজনীতি চলছে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পরিবারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ফলতা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে অমিত সর্দার, বিজয় দাস, সঞ্জিত শাসমল ও (এরপর ৯ পাতায়)

বুদ্ধদেব মণ্ডল।

ধৃত চারজনই বিজেপি নেতা

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 September, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৩

১২৯ বছর আগে এই দিনেই আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের 'শিকাগো বক্তৃতা' সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে সেই বিশ্বধর্মসম্মেলনে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরমপ্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের কথা তুলে ধরতে গিয়ে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও গ্রহিষ্ণুতার নতুন বার্তা তুলে ধরেছিলেন। বর্তমানে ভারতের কোনও কোনও রাজনৈতিক দল যেভাবে তথাকথিত হিন্দুধর্মের স্বরূপ তুলে ধরে অসহিষ্ণু মনোভাব ছড়িয়ে দিচ্ছে তার সঙ্গে বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া ভার। সেদিন তাঁর সেই বাণী প্রচারের জন্য ছিল না ফেসবুক, ট্যুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ বা ইনস্টাগ্রামের মতো কোনও মাধ্যম। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মুদ্রিত সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করে তাঁর সেই বার্তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমেরিকা তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৭০

কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯৭০-২০১৭) এদিন জন্ম নেন। তিনি একজন ভারতীয় বাঙালি লোকসংগীত শিল্পী, সংগীত পরিচালক ও লোকসংগীত গবেষক। শিলচরের ভূমিপুত্র, তবে পড়াশোনা এবং গানের সূত্রে বাস করতেন কলকাতায়। আজীবন বুকে লালন করেছেন মাটির ঘ্রাণ। তাঁর তৈরি করা গানের দল 'দোহার'।

১৯৪৮

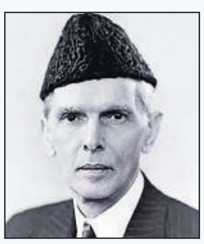

মহম্মদ আলি জিন্না (১৮৭৬-১৯৪৮) এদিন মারা যান। তিনি একজন গুজরাটি বংশোদ্ভূত আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত জিন্না নিখিল ভারত মুসলিম লিগের নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন এবং আমৃত্যু এই পদে বহাল থাকেন। পাকিস্তানে তাঁকে কায়েদে আজম (মহান নেতা) ও বাবায়ে কওম (জাতির পিতা) হিসেবে সম্মান করা হয়।

২০০১

এদিন মাত্র ১০২ মিনিটে বদলে গিয়েছিল আমেরিকা। বদলে গিয়েছিল সারা পৃথিবী। আল কায়দার বিমান হামলায় ভেঙে পড়েছিল নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের সেই হামলায় নিহত হন প্রায় ৩,০০০ মানুষ। এখন স্ট্যাচু অব লিবার্টির পটভূমিতে মাথা তুলেছে নতুন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার।

২০১১

ফ্লাইং অফিসার অঞ্জলি গুপ্তা (১৯৭৫-২০১১) এদিন মারা যান। ভারতীয় বিমানবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা অফিসার, যাঁকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর এয়ারক্রাফট সিস্টেমস অ্যান্ড টেস্টিং এস্টাবলিশমেন্টে কর্মরত ছিলেন।

১৯০৮

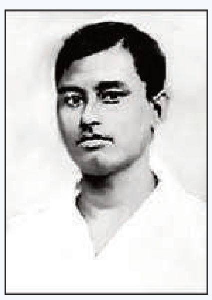

বিনয়কৃষ্ণ বসু (১৯০৮-১৯৩০) এদিন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এর 'অলিন্দ যুদ্ধে'র বীরত্রয়ীর অন্যতম নেতা। ডাক্তারি পড়ার সময় তিনি ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ অফিসার লোম্যানকে হত্যা করেন। এর পর দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তকে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে কারাধ্যক্ষ ও স্বরাষ্ট্র সচিব সিম্পসনকে হত্যা করেন। পুলিশ তাঁকে ঘিরে ফেললে ধরা না দিয়ে গুলির লড়াই চালিয়ে যান। গুলি ফুরিয়ে গেলে বিষ খেয়ে ও মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্যান্ডেজ আলগা করে ক্ষতস্থানে আঙুল ঢুকিয়ে ক্ষত বিষাক্ত করে তুললে তাঁর মৃত্যু হয়।

কর্মসূচি

■ উত্তর কলকাতা মহিলা কংগ্রেসের ঘরোয়া বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন দেবিকা ভাদুড়ী চক্রবর্তী-সহ অন্য নেত্রীরা।

■ শিলদায় আদিবাসী কন্যাকে গণধর্ষণের ঘটনা। প্রতিবাদে অন্ত্যজ মানুষের মিছিল। কোনও মেইনস্ট্রিম মিডিয়া দেখায়নি। অন্যের পরানো বকলেশ গলায় থাকলে স্বাধীনতা হারাতে হয়, তারই পরিণতি এই অনুপস্থিতি। কিন্তু আমাদের চেতনার ক্যামেরায় এসব ছবি স্মৃতি হয়ে রয়ে যায়

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮২১

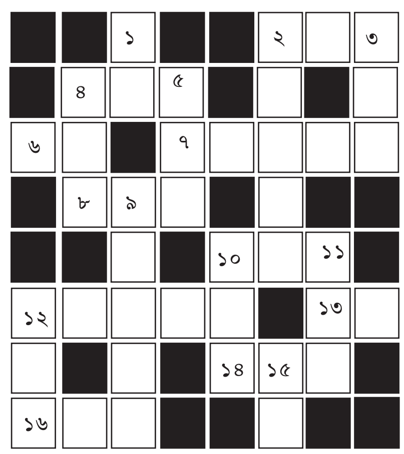

পাশাপাশি : ২. প্রধান উদ্যোক্তা, নেতা ৪. বন্য, বর্বর ৬. দৈর্ঘ্য ৭. রাজ্যপালের সরকারি বাসস্থান ৮. নতুন ১০. জুলুম, অত্যাচার ১২. সুমেরু পর্বত ১৩. পুলিশ তুমি — ছাড়ো ১৪. গর্ভবতী ১৬. পেষণ, মর্দন।

উপর-নিচ : ১. বক্তৃতাদানের মঞ্চ ২. শিব ৩. শক্ত, দৃঢ় ৪. অগ্রহায়ণ ৫. কোথায় জলে — চলে, মরালী তার পাছে পাছে ৯. বেহিসাবি, বিচারবিবেচনাহীন ১০. নিন্দা, তিরস্কার ১১. মুকুল ১২. তাঁবু, শিবির ১৫ শিরদাঁড়া।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮২০ : পাশাপাশি : ১. কুরুচিকর ৪. অংশী ৫. বসুদেব ৬. মকসদ ৮. গর্গর ৯. ভাস্করদ্যুতি। **উপর-নিচ :** ১. কুশীলব ২. চিক্কণ ৩. রহস্যভেদ ৫. বণিকসভা ৬. মতিগতি ৭. শোফার।

১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৪১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৪৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৭২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৪৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৯০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৬৩	৯৫.৫১
ইউরো	১১১.০১	১১২.৩১
পাউন্ড	১২৯.১৮	১৩০.৭৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ প্রসেনজিৎ

■ মন্দাকিনী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

৩
১১ সেপ্টেম্বর
২০২৬
শুক্রবার

11 September, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

অস্ত্র দেখিয়ে তোলাবাজি ও হুমকির অভিযোগ। বারুইপুরে গ্রেফতার বিজেপি কর্মী। ধৃতের নাম রবি চট্টোপাধ্যায়। মাঝেরহাট মোড়ে বিভিন্ন মানুষকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

বালিশদের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ
তীব্র প্রতিবাদে সরব তৃণমূল

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে বালিশ শিবিরের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ। বিতর্কিত স্বৈরাচারী 'আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্মী ও শিক্ষক বদলি (সংশোধন) বিল ২০২৬' নিয়ে ভোটাভুটিতে অংশ না নিয়ে কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করল তারা। যে বিল বিজেপি সরকারের প্রতিহিংসা, স্বৈরাচারী মনোভাব সংক্রান্ত মানসিকতা চরিতার্থ করতে আনা হয়েছে। বিজেপি বা তাদের সরকারের সঙ্গে যাদের রাজনৈতিকভাবে মতের মিল হচ্ছে না, তাদের অন্য জায়গায় বদলি করা হবে। সরকার পক্ষ অবশ্য নানা যুক্তি দিচ্ছে, কিন্তু দিনের শেষে এটাই দাঁড়াচ্ছে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কার্যত হুমকি দিল। এবার কখনও বলা হবে কাউকে দার্জিলিংয়ে পাঠাব, কাউকে জঙ্গলমহলে। যেটা সরাসরি হুমকি।

বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, গুন্ডাদমন আইনের নামে যেমন একটা দমনপীড়ন আইন আনতে গিয়ে সরকারকে এখনও পর্যন্ত হোঁচট খেতে হয়েছে। তেমনি আজ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনটি সমানভাবে শিক্ষকদের ওপর দমনপীড়ন, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, অপছন্দের শিক্ষকদের বদলি করতে আইনটি পাশ করিয়েছে। আজ যখন সরকার পক্ষ দাঁড়িয়ে আবেদন করছে, আপনারা এই বিলকে সমর্থন করুন, তখন বিরোধিতা না করে শুধু মুখে চারটি বিভ্রান্তিকর কথা বলে ওয়াকআউট করে এই বিলটির বিরুদ্ধে ভোটদান থেকে বিরত থাকল বালিশ শিবির। এরা আবার নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেস বলছে। নির্লজ্জ। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিলের বিরোধিতা করে বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। কারণ, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা বিলটির আমরা নীতিগতভাবে বিরোধিতা করেছি। তৃণমূল কংগ্রেসকে সেভাবে বলতেই দেওয়া হয়নি। আমাদের তরফে আলিফা আহমেদকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। এটা বিজেপি ও বালিশ শিবিরের গটআপে হয়েছে, যাতে আমাদের বক্তব্য যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারা যায়। আমরা কড়া ভাষায় সরকারের বিরোধিতা করব, ওদের মতো অনুমতি নিয়ে চারটে লাইন বলব না। ওদের বক্তা বারবার বলে যাচ্ছেন। সেখানে আমাদের আলিফা আহমেদকে পাঁচ মিনিট বলতে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে বিজেপির বসানো সাঙ্গোপাঙ্গরা বিজেপির আতঙ্কে বিলটির সরাসরি বিরোধিতা না করে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করল, যাতে ভোট না দিতে হয়। আমরা জানি সংখ্যায় কম, কিন্তু নীতিগতভাবে ডিভিশন চেয়েছি, আমাদের বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ডিভিশন চেয়েছেন। আমরা ভোটাভুটি করেছি, আমরা পরাজিত হয়েছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ইচ্ছামতো দমন-পীড়ন নীতির বিলের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভায় এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নথিভুক্ত করেছি। আগামী দিনে বিধানসভার বাইরেও প্রতিবাদ চলবে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্মী ও শিক্ষক বদলি (সংশোধন) বিল ২০২৬

শিক্ষকদের বাকস্বাধীনতার উপর পরোক্ষে চাপ তৈরি করবে এই বিল, দাবি আলিফার

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে বিতর্কিত স্বৈরাচারী 'আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্মী ও শিক্ষক বদলি (সংশোধন) বিল ২০২৬' নিয়ে ভোটাভুটিতে যখন বালিশ শিবিরের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করেছে তখন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক আলিফা আহমেদ। তাঁকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি এই বিলটি কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা খর্ব করবে তা বুঝিয়ে দেন।

নিজের বক্তব্যে আলিফা বলেন, এই বিলটির আসল অর্থ কী? এই বিলটি প্রকৃত অর্থেই আমাদের উচ্চশিক্ষাকে শক্তিশালী করবে নাকি শুধুমাত্র প্রশাসনের হাতকে শক্ত করবে, সেই দিকটি একটু খোঁজার চেষ্টা করি। এই বিলটি নিয়ে প্রথম যখন জানতে পারলাম, তখন আমার মনে প্রশ্ন আসে—এত তাড়াহুড়ো কেন? এই সোমবার মন্ত্রিসভায় এই বিলটি অনুমোদিত হওয়ার পর আজ, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিলটি এসেছে। মাঝখানে মাত্র তিনদিন! যেখানে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ জড়িত, তা হলে রাজ্য সরকারের এটা কি উচিত ছিল না শিক্ষক সংগঠন, উপাচার্য, শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সেনেট সিন্ডিকেট থাকে তাদের সঙ্গে আগে বিলটি নিয়ে আলোচনার সময় দেওয়া। আলিফা নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই বিলে প্রশাসনিক কারণে বদলি করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক কারণটি কী তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। বদলির সময় শিক্ষকদের মতামত নেওয়া হবে কি না তাও বিলটি পড়ে বোঝা যায়নি। তিনি আরও বলেন, এই বিলটি শিক্ষকদের বাকস্বাধীনতার উপর পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করবে না তো?

ব্যবসায়ী খুনে নজরে সার্জেন্ট

প্রতিবেদন : ঝাড়খণ্ডে ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় কলকাতার ট্রাফিক সার্জেন্টের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন। তিনি বেলেঘাটা ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত। এই ঘটনায় ধৃত এক অভিযুক্তের সঙ্গে ওই সার্জেন্টের যোগাযোগ ছিল বলে জানা গেছে। ঝাড়খণ্ড থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে কলকাতায় এসেছে তদন্তকারী দল। এক সিভিক ভলান্টিয়ারকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গত ২৪ অগাস্ট নিখার সবলোক নামে এক ব্যবসায়ী খুন হন। তিনি ঝাড়খণ্ডের সরায়কেলার বাসিন্দা।

সত্যের জয়! ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে জামিন পেলেন ১৩ তৃণমূল কর্মী

প্রতিবেদন : ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বিলবোর্ড খোলার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া ১৩ জন তৃণমূল সমর্থক জামিনে মুক্তি পেলেন। পুলিশ-কর্পোরেশনের অতি-সক্রিয়তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন এই ১৩ জন তৃণমূল কর্মী। কলকাতার মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বুধবার আইনজীবী অর্ককুমার নাগ, সৌরভ চৌধুরী এবং শুভম দাস-এর এক ইঞ্চি জমি না-ছাড়া তীব্র আইনি লড়াইয়ের সামনে ভেঙে পড়ে প্রতিপক্ষের সাজানো যুক্তি। দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর শেক্সপিয়ার সরণি থানার মামলায় (Case No. 147/2026) আটক থাকা কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত।

ক্যামাক স্ট্রিটের দলীয় কার্যালয়ে বিলবোর্ড খোলা নিয়ে কলকাতা পুলিশের সাথে তৃণমূল কর্মীদের বচসার দরুন তৃণমূলের ১৩ জন কর্মীকে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করে এবং তাদের অস্ত্র আইন থেকে মহিলা পুলিশকে শ্লীলতাহানি ও পুলিশকে মারধর, সাথে সরকারি কাজে বাধা দেওয়া— এই সমস্ত জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয় শেক্সপিয়ার সরণি থানায়। তারপর ওই ১৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কেস ডায়েরিতে কোনও নতুন বা জোরালো তথ্য না থাকা সত্ত্বেও স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশে অহেতুক হেফাজতে আটকে রাখার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। গণতান্ত্রিক পরিবেশে রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতার আস্ফালনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ভঙ্গুর মামলায় বন্দি থাকা এই ১৩ জন তৃণমূল কর্মীর মুক্তি দলীয় কর্মীদের উদ্দীপনাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই চরম সংঘাত আর অগণতান্ত্রিকতার চরমে চলা সিস্টেমেটিক প্রহসনের মাঝে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের এই অদম্য লড়াইকে কোণঠাসা করে রাখা যে অসম্ভব, তা আরও একবার প্রমাণিত হল।

পিছিয়ে গেল ৩য় সেমিস্টার

উচ্চমাধ্যমিক

প্রতিবেদন : আসন্ন বিধানসভা উপ-নির্বাচনের জন্য পিছিয়ে গেল উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, ভোট গ্রহণ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কারণে পূর্বনির্ধারিত সূচিতে বদল আনা হয়েছে। যে পরীক্ষাগুলি অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে হওয়ার কথা ছিল, সেগুলি এখন প্রায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহে নেওয়া হবে। নতুন সূচি অনুযায়ী, ৫ অক্টোবরের নির্ধারিত পরীক্ষাটি হবে ১২ অক্টোবর। ৬ অক্টোবরের পরীক্ষাটি নেওয়া হবে ১৩ অক্টোবর, ৭ অক্টোবরের নির্ধারিত পরীক্ষাটি পিছিয়ে করা হয়েছে ১৪ অক্টোবর। তবে অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশের দিনক্ষণ ও অন্যান্য নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকছে।

থানায় হাজিরা

প্রতিবেদন : প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে রাজ্য সরকারের। ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েনের পর প্রাক্তন আইপিএস তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে জিজ্ঞাসাবাদ জন্য তলব করে শেক্সপিয়ার সরণি থানা। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি থানায় যান। জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব মিটিয়ে সন্ধ্যে থানা থেকে বের হন। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জানান, তাঁকে আর ডাকা হয়নি। এদিন শেক্সপিয়ার সরণি থানার বাইরে উপস্থিত ছিলেন তাঁর অনুগামীরা।

বামেদের প্রোমোট করতেই মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণ-নাটক

প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোয় বুক স্টলে 'শারদোৎসব' শব্দ ব্যবহার নিয়ে বিজেপি-সিপিএমের তথাকথিত সংঘাত নেহাতই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। বাস্তবে বামেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতেই বিজেপি এই ধরনের সস্তা নাটক করছে। বাংলায় শূন্যে নেমে যাওয়া সিপিএমকে প্রচারের আলোয় ফিরিয়ে আনাই বিজেপির মূল লক্ষ্য। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ সাফ জানান, সিপিএম মনে করে তৃণমূল তাদের এক নম্বর শত্রু। কিন্তু তারা এটা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে যে, তাদের আসল শত্রু হল বিজেপি। বিধানসভার ভিতরে শারদোৎসব শব্দ নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে, তা আদতে স্ক্রিপ্টেড। বিজেপি সুপরিকল্পিতভাবে এমন সব বিষয় সামনে আনছে, যাতে সংবাদমাধ্যমের লাইমলাইটে সিপিএমকে টেনে আনা যায়। রাজ্য রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া বামেদের প্রোমোট করে হাত ধরে বিজেপি আসলে বিরোধী ভোটকে ভাগ করতে চাইছে, যাতে পরোক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসকে চাপে ফেলা যায়। কিন্তু বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই রয়েছেন।

উত্তর-দক্ষিণবঙ্গে ৩ দিন টানা বৃষ্টি, পুজোর মুখে ভোগান্তি

প্রতিবেদন : ফের সক্রিয় হচ্ছে নিম্নচাপ। টানা বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণবঙ্গ। শুক্রবার থেকে শুরু দুর্যোগ। উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন বাংলাদেশ উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। তার প্রভাবে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে, জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তুলনায় বেশি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইবে। মৎস্যজীবীদের জন্য বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা সহ সবক'টি রাজ্যেই হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রামে। আগামী তিনদিন লাগাতার বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গেও আগামী তিনদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। ভাসবে দার্জিলিং, কালিম্পং সহ উপরের সমস্ত জেলা। রবিবার পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। পুজোর মুখে ভারী বর্ষণে সমস্যায় পড়বেন মৃৎশিল্পীরা। মার খাবে পুজোর বাজার।

সম্পাদকীয়

11 September, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দ্বিচারিতা

শারদোৎসব, দুর্গোৎসব না দুর্গাপুজো? বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই বিতর্ক উত্থাপন করলেন শুভেন্দু অধিকারী। দুর্গাপুজো না লিখলে সিপিএমকে পুজো প্যান্ডেলে বইয়ের স্টল না করতে দেওয়ার নিদান দিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস বহু আগে থেকেই সিপিএমের এই দ্বিচারিতার বিরোধিতা করে আসছে। এই বামেরা মুখে বলবে পুজোয় বিশ্বাস করি না, আর উৎসবকে কাজে লাগিয়ে বই বিক্রির পসরা জমাবে। এটা আক্ষরিক অর্থেই চরম দ্বিচারিতা। মাথায় রাখতে হবে শারদোৎসব কথাটা কোনও এলেবেলে মানুষ জনপ্রিয় করেননি। বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শারদোৎসব কথাটি প্রথম চালু করেছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি 'শারদোৎসব' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। রূপকধর্মী নাটক। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করানোর জন্য এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতেই নাটকটি লেখেন। এই নাটকের উপর ভিত্তি করেই ১৯২১ সালে লিখেছিলেন আরেকটি নাটক 'ঋণশোধ'। দুর্গাপুজো তো প্রকৃত অর্থেই উৎসব। পুজোকে কেন্দ্র করে ডেকরেটার্স, আলোকশিল্পী, বস্ত্র ব্যবসায়ী, ছোট ছোট ব্যবসায়ী সহ বিরাট একটি বাজার তৈরি হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে উৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলার উৎসব ব্যবসার বাজার প্রায় ৮০ হাজার কোটি থেকে এক লক্ষ কোটিতে পৌঁছে গিয়েছিল। পুজোর পাঁচটা দিন আসলে বাংলা ও বাঙালির মিলন ক্ষেত্র হয় পুজো প্যান্ডেল। শুভেন্দু অধিকারীকে অনুরোধ করব, ২০২২ সালে ফেসবুকে তাঁর নিজের করা পোস্টটি দেখে নিতে। সেখানে লিখেছিলেন শারদ উৎসব। মনে না পড়লে একবার দেখে নিন।

বেশ করব আমিষ খাব, কী করবেন আপনি গর্দভেন্দু?

গেরুয়া রং ত্যাগের রং। আমাদের কাছে গেরুয়া বললেই প্রথমে সামনে আসে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্য নিমাই সন্ন্যাসী, স্বামী প্রণবানন্দের নাম। তাঁরা হিন্দুধর্মের স্বরূপ নির্ধারণ করে দিয়ে গিয়েছেন। এবং বাঙালি যুগ যুগ ধরে সেই পথেই চলবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলা যুব সম্প্রদায়ের চরিত্র গঠনে অধিক সহায়ক। বাঙালি সেই কথাই আমৃত্যু মনে রাখবে। আজও রামকৃষ্ণ মিশনে মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। ভাণ্ডারা হলে, নানা পার্বণে আমিষের আয়োজন থাকে। স্বামীজি মাংস খান বলে ঠাকুরের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছিল। সে অনেক কাল আগের কথা। বাবাজির জানা নেই। তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ কী বলেছিলেন তা সকলের জানা। আসলে স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের মূল আদর্শ প্রোথিত রয়েছে একটা মাত্র বাক্যে : জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। হিন্দু ধর্ম দখলদারি, ক্ষমতা দখল, কুরসি কেড়ে নেওয়ার যন্ত্র কিংবা অস্ত্র হতে পারে না। লুণ্ঠন তার ডিনএ-তে কোনোদিন ছিল না। এই ধর্মের মূলে প্রেম ভাইচারা এবং সব পথ আর মতের মিলন। যার কেন্দ্রে ত্যাগ এবং সহাবস্থান। সহনশীলতার আর্দশ। বাঙালিকে বাঙালির ধর্মকে বেড়া দিয়ে ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বাঁধা কঠিন। পুজোতেও সে মাছ খাবে নাকি মাংস খাবে, কাঁকড়া খাবে না ইলিশ নাকি চিংড়ি সেটা তার মর্জি। এখানে কারও দখলদারি, উপদেশ অবাঞ্ছিত এবং অনভিপ্রেত। আসলে আমাদের মায়ের পুজো শাক্তমতেই হয়। শক্তি পুজো এবং অধর্মের বিনাশ এই পুজোর মূল মন্ত্র। বহু জায়গায় পশুবলি তাই পুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামে তো বটেই। বলির মাংস প্রসাদ মনে করে ভক্তরা গ্রহণ করেন। এটাই যুগ যুগ ধরে রীতি। সনাতনী ঐতিহ্য। যাঁরা পুজোয় আমিষ খান তাঁরা 'পাখণ্ডী' হয়ে যান না। আবার নিরামিষ খেলেই কেউ হিন্দুধর্মের পথপ্রদর্শক হতে পারেন না। পবিত্রতা ঠিক করার তুমি কে হে! বাঙালির হিন্দু ধর্ম স্বামীজির দেখানো পথেই উচ্চ সুরে বাঁধা। স্বামীজি ঠাকুরকে পদে পদে পরখ করেছিলেন। আজকের হিন্দুধর্মও তাই। নটরাজের নৃত্যের তালে তালে সেই শক্তিকেই আমাদের নমন বারে বারে। বাইরে থেকে এসে কেউ যদি হঠাৎ হিন্দু ধর্মকে অন্যপথে চালিত করতে চায় প্রগতিশীল বাঙালি সমাজ মেনে নেবে না।

— সৃজনী বসাক, যদু মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৪

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাপ কা বেটি!!!

● আইন অনুযায়ী জ্ঞানেশ কুমার আইন-আদালতের ঊর্ধ্বে হলেও কন্যা মেধা আদালতের রোষ থেকে বাঁচতে পারলেন না। বরং এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় তাঁর কর্মজীবনের রেকর্ডভুক্ত হয়ে রইল।

বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েলের বিখ্যাত উপন্যাস '১৯৮৪'–এর উল্লেখ করে বিচারপতিরা কড়া ভাষায় বলেছেন, এভাবে চললে উত্তরপ্রদেশ ক্রমেই 'অরওয়েলীয় দুঃসহ সমাজব্যবস্থায়' পরিণত হবে। রাজ্যটা পরিণত হবে 'সম্পূর্ণভাবে জীবনগ্রাসী রাষ্ট্রে'।

লিখছেন চন্দ্রিমা পাঠক

ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের মতো তাঁর মেয়েও চলে এসেছেন খবরের শিরোনামে। বাবার মতো বিতর্কিত হয়ে উঠেছেন উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেলা গৌতম বুদ্ধ নগরের জেলাশাসক (ডিএম) মেধা রূপম। মশা মারতে কামান দাগার অপরাধে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ৫ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণের অর্থ এবার তাঁর বেতন থেকে কাটা হবে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কিছুদিন ধরেই বিরোধীদের নিশানায় জ্বলজ্বল করছেন। সারা দেশে ভোটের তালিকা সংশোধনের নামে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর' চালু করার মধ্য দিয়ে তিনি বিতর্কে জড়িয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের ১০ কোটি ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ঠিক আগে এভাবে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি। এখনও ২৭ লাখ ভোটারের নাম বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের বিবেচনাধীন। বিরোধীদের অভিযোগ, এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে বিরোধী অনুগত ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে। বিশেষ করে বাদ দেওয়া হচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নাম। এভাবে তিনি শাসকদল বিজেপির সুবিধা করে দিচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোনও উপায়ও নেই, যেহেতু কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী নির্বাচন-সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

এসআইআর নিয়ে রাজনীতির মাঝেই ভারতের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও 'জাগোবাংলা'র সম্পাদক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগ ছিল, নিজের দুই আত্মীয়কে উচ্চপদে বসিয়েছিলেন জ্ঞানেশ কুমার। এমনকী শোভনদেব জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ পর্যন্ত করেছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে মেধা রূপম। তিনি দিল্লির লাগোয়া উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরের জেলাশাসক। এই জেলা নয়ডা নামেই বেশি পরিচিত। ২০২৫ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তাঁর এত গুরুত্বপূর্ণ জেলার দায়িত্বভার পাওয়া নিয়ে নানা কথা উঠেছিল। বাবার প্রভাব নিয়ে বেশ চর্চা হয়েছিল।

এবার, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে, যেভাবে তাঁকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং জরিমানার টাকা যেভাবে তাঁর বেতন থেকে কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই তাঁর কর্মজীবনের কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে। সরকারি আমলাদের বেতন থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ কাটার এই রায় অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন না হলেও নিশ্চিতভাবেই দৃষ্টান্তমূলক। আদালত মনে করেন, এর ফলে আমলাশাহি ও পুলিশ প্রশাসনের বেপরোয়া হয়ে ওঠা রোখা যাবে। তাঁদের আইন ও সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য করা যাবে।

মাস কয়েক আগে দিল্লির উপকণ্ঠে অবস্থিত নয়ডার শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকেরা

বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। আকৃতি সেই আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের সেই শ্রমিক আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অভিযোগ, শ্রমিক আন্দোলনকে হিংসাত্মক করে তোলার প্ররোচনা দিয়েছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্রী আকৃতি চৌধুরী। সেই অভিযোগে আকৃতিকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করা হয়। ওই আইনে তাঁকে ৫ মাস বিনা বিচারে আটকও রাখা হয়। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে মোট ১১টি মামলা রুজু করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে এলাহাবাদ হাইকোর্ট আকৃতির বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে আনা মামলা বাতিল করার নির্দেশ দেন। বিচারপতি অতুল শ্রীধরন ও বিচারপতি অচল সচদেবের ডিভিশন বেঞ্চ এনএসএতে আনা মামলা খারিজ করে জানান, আকৃতিকে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর একটাও পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি। এমন কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি যাতে প্রমাণিত হয় তিনি শ্রমিকদের সহিংস আচরণে প্ররোচনা জুগিয়েছেন।

তা ছাড়া দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হওয়ার আগেই আকৃতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। দুই বিচারপতি তাঁদের রায়ে জেলাশাসক মেধা রূপমের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এনে বলেছেন, সংবিধানের প্রতি অনুগত না থেকে তিনি রাজনৈতিক প্রশাসনের কাছে অনুগত থাকতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্থাপনের তাগিদে তাই তিনি আকৃতির বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের ধারা প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন।

বিচারপতিরা বলেন, পুলিশ ও আমলাদের মনে রাখা উচিত তাঁরা সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ। অন্য কারও প্রতি নন। তাঁদের এমন আচরণ করা উচিত নয় যাতে মনে হয় যে তাঁরা ব্রিটিশ আমলের মতো দমনপীড়নের বাহকে পরিণত হয়েছেন।

বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েলের বিখ্যাত উপন্যাস '১৯৮৪'–এর উল্লেখ করে বিচারপতিরা কড়া ভাষায় বলেছেন, এভাবে চললে উত্তরপ্রদেশ ক্রমেই 'অরওয়েলীয় দুঃসহ সমাজব্যবস্থায়' পরিণত হবে। রাজ্যটা পরিণত হবে 'সম্পূর্ণভাবে জীবনগ্রাসী রাষ্ট্রে'।

শুধু এনএসএতে আনা মামলা খারিজ করেই বিচারপতিরা ক্ষান্ত হননি, আকৃতিকে তাঁরা ৫ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, জেলাশাসক মেধা রূপম মতপ্রকাশের অধিকারে বাধা সৃষ্টি করে তাঁর সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা লঙ্ঘন করেছেন। একই অপরাধ করেছেন পুলিশ কর্মকর্তারা। আকৃতিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে ৫ লাখ টাকা দেওয়া হবে, তা মেধা ও অন্য কর্মকর্তাদের বেতন থেকে কাটতে হবে। জরিমানার অর্থ রাষ্ট্র দেবে না। সেই সঙ্গে আদালতের রায় ও পর্যবেক্ষণ মেধার কর্মজীবনের রিপোর্ট ও রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কন্যা মেধা দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। জাতীয় স্তরের সাবেক শুটারও ছিলেন তিনি। তিনিই নয়ডার প্রথম নারী জেলাশাসক। বাবার মতো তিনিও বিতর্কে জড়ালেন। আইন অনুযায়ী জ্ঞানেশ কুমার আইন-আদালতের ঊর্ধ্বে হলেও কন্যা মেধা আদালতের রোষ থেকে বাঁচতে পারলেন না। বরং এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় তাঁর কর্মজীবনের রেকর্ডভুক্ত হয়ে রইল।

সংস্কৃতি

ফিল্ম আর্কাইভ ও রেস্টোরেশনের পরিকল্পনা

বাংলার সমৃদ্ধশালী চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং ডিজিটাইজ করার কাজ শুরু করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে উৎসর্গ করে একটি অত্যাধুনিক ফিল্ম আর্কাইভ এবং ফিল্ম রেস্টোরেশন সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছিল। বিগত ১৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার বিভিন্ন চলচ্চিত্রকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার অঙ্গ ছিল এটি।

- লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে ১.৯২ লক্ষ লোকশিল্পীকে সহায়তা করা হচ্ছে (রিটেনার শিল্পী: ১.৫ লক্ষ, পেনশনভোগী: ৪২,০০০ জন)। তাঁদের প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে রিটেনার ফি/পেনশন প্রদান করা হয়।
- বাংলার দুর্গাপুজো (যা প্রতিবছর ৭০,০০০ কোটি টাকা আয়ের সংস্থান তৈরি করে), ইউনেস্কোর আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-র স্বীকৃতি পেয়েছে।
- ২৫০ কোটি টাকার দিঘার জগন্নাথ ধাম আমাদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক গৌরবের এক উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি, গঙ্গাসাগর যাত্রীদের জন্য আসন্ন ১,৭০০ কোটি টাকার গঙ্গাসাগর সেতু, শিলিগুড়ির কাছে মাটিগাড়ায় ১৭ একর জুড়ে মহাকাল মন্দির ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স এবং নিউ টাউনে ১৫ একর জুড়ে দুর্গা অঙ্গন আমাদের রাজ্যের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলকে আরও সমৃদ্ধ করবে।
- সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, রাজবংশী, কামতাপুরী, হিন্দি, উর্দু, তেলুগু, ওড়িয়া, নেপালি, এবং পাঞ্জাবি ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা প্রতিটি ভাষাকে সম্মান জানানো এবং সব ভাষাভাষী মানুষকে আপন করে নেওয়ার প্রতি আমাদের রাজ্যের দায়বদ্ধতারই পরিচায়ক।
- ২০২৩ সালে বিধানসভায় সারনা/সারি ধর্মের স্বীকৃতির জন্য একটি বিল পাশ হয়েছে, এবং বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে।
- নবদ্বীপ ও কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তারকেশ্বর, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর ও পাথরচাপুরির জন্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে।
- উদ্বোধন করা হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণি স্কাইওয়াক, কালীঘাট স্কাইওয়াক এবং জল্পেশ মন্দিরের স্কাইওয়াক।
- আমরা তারকেশ্বর, তারাপীঠ, কঙ্কালিতলা, ফুল্লরা মন্দির, কপিল মুনির মন্দির, মাহেশের জগন্নাথ মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির, ঝাড়গ্রামে কণকদুর্গা মন্দির, কোচবিহারে মদনমোহন মন্দির, বাণেশ্বর মন্দির, শিবযজ্ঞ মন্দির, দেবী চৌধুরানী মন্দির, ভবানী পাঠক-এর মন্দির, ভ্রামরী দেবীর মন্দির, গর্তেশ্বরী ও গর্ভেশ্বরী মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দির, রাজবাড়ী শিব মন্দির ও মনসা মন্দিরের মতো অসংখ্য ছোট-বড় মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে।

- রাজ্য সরকার বাংলার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। কচুয়া ও চাকলায় বাবা লোকনাথের ধাম, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশ্রম এবং মা সারদা দেবীর বাসগৃহের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে, বনহুগলির ওঙ্কারনাথ মিশনের সামনে থাকা সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে ওঙ্কারনাথ সরণি হিসেবে। বাবা ওঙ্কারনাথকে উৎসর্গ করে একটি তোরণও নির্মাণ করা হয়েছে।
- বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে এবং সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি বাসভবন অধিগ্রহণ করে যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যাতে সেগুলি সংরক্ষণ করা যায় এবং মানুষ সেখানে যুক্ত হতে পারে। স্বামীজির বাড়িতে অবস্থিত মিউজিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যক্রমের জন্য রাজ্য সরকার প্রতি বছর অনুদান দেয়। এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে নিউ টাউনে একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিবেকতীর্থ গড়ে তোলা হচ্ছে। আমরা জমি সরবরাহ করেছি এবং RKM-এর আওতায় নির্মাণ খরচের একটি অংশও বহন করা হয়েছে।
- এর পাশাপাশি, ফুরফুরা শরিফের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ সংস্কার এবং গাজি জাফর খান দরগার সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে।
- রাজ্য আদিবাসী সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে বিরসা মুন্ডার জন্মদিন, করম পূজা, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস, হুল দিবস, জঙ্গলমহল উৎসব, আদিবাসী উৎসব এবং জয় জোহার আদিবাসী মেলা-সবই উদ্যাপন করা হয়। আমরা এছাড়াও জাহের থান আর মাঝি থান সংস্কারের জন্যও আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে।
- বাবুরহাটে মহাবীর চিলা রায়ের ১৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এটি রাজবংশী সম্প্রদায়ের ইতিহাসকে সম্মান জানায় এবং এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ, শহরের হোটেল থেকে উদ্ধার নাবালিকা

সংবাদদাতা, হাওড়া : ইনস্টাগ্রামে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও লোভনীয় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণ ও ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।এই টাকা না দেওয়া হলে তাকে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয়। পুলিশি অভিযানে বুধবার রাতে কলকাতার নিউ মার্কেটের একটি হোটেল থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।

জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনার নেপথ্যে ছিল একটি আন্তঃরাজ্য সাইবার অপরাধী চক্র। তবে এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জগৎবল্লভপুরের শংকরহাটির বাসিন্দা ওই ছাত্রীকে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে বিদেশে পড়াশোনা ও চাকরির টোপ দেওয়া হয়। এই টোপ দেখিয়ে 'বন্ধুত্ব'-এর ফাঁদে ফেলে তাকে কলকাতায় আসতে বলা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর সোমবার স্কুলে যাবার নাম করে নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধর্মতলায় পৌঁছায় সে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, স্থানীয় কয়েক জন বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে সে বাসে চেপে সরাসরি চলে যায় ধর্মতলায়। অভিযুক্তেরা আগে থেকেই নিউ মার্কেট এলাকার একটি হোটেলে ঘর ভাড়া করে রেখেছিল। সেখানেই মেয়েটি ওঠে। তার পরেই তাকে আটকে রাখা হয়। অভিযোগ, হোটেলে ওঠার পরই পরিস্থিতি বদলে যায়। তার মোবাইল ফোন হ্যাক করে অপহরণকারীরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। টাকা না দিলে ছাত্রীটিকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকী, তাকে অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে পরিবারের অভিযোগ। মেয়ে বাড়ি না ফেরায় ৭ সেপ্টেম্বরই জগৎবল্লভপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন বাড়ির লোকেরা। পরে মুক্তিপণের ফোন আসার বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। এরপর হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের সাইবার সেল, জেলা পুলিশের পদস্থ আধিকারিক এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সহযোগিতায় তদন্ত শুরু হয়। মুক্তিপণের ফোন আসা নম্বর ও মোবাইলের সূত্র ধরে লোকেশন ট্র্যাক করতে শুরু করেন তদন্তকারীরা। জানা যায়, কিশোরী নিউ মার্কেট থানা এলাকার একটি হোটেলে রয়েছে। তার মোবাইলের সূত্র ধরে এবং অভিভাবকের ফোনে আড়ি পেতে তদন্তকারী পুলিশ অফিসারেরা তার সন্ধান পান। বুধবার রাতে সেখানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ হোটেলের একটি ঘর থেকে তাকে উদ্ধার করে। তবে ওই সময় ঘরে অভিযুক্তদের কাউকে পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, তারা বিহার, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ অথবা হরিয়ানা থেকে অপহরণ-সহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করে বলে অভিযোগ।

নিখোঁজ যুবকের ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য শাসনে

সংবাদদাতা, শাসন : ফোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক যুবককে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার শাসন থানা এলাকায়। নিখোঁজ থাকার পর, টাকি রোডের ধার থেকে ওই যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শাসন থানার গোলাবাড়ি এলাকায়। মৃত যুবকের শরীরে একাধিক গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গেছে।

পরিবার সূত্রে খবর, রাত ১১টা নাগাদ ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর নিখোঁজ। পরদিন সকালে টাকি রোডের ধারে পুকুর থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ। এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত খুন করা হয়েছে। যদিও কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট নয় পরিবার। মৃতের নাম সঞ্জীব দাস (৩২)। পেশায় টোটোচালক। পরিবারের দাবি, বারাসতে তাঁর বাড়ি। বারাসত থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে গোলাবাড়ি এলাকায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে।

কে তাঁকে ফোন করে কোথায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এরপর থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিবারের আর কোনও যোগাযোগ হয়নি। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ শাসন থানার অন্তর্গত গোলাবাড়িতে টাকি রোডের ধারে একটি পুকুর থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়।

পরিবারের দাবি, সঞ্জীবের শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ফলে তাঁকে খুন করা হয়েছে বলেই সন্দেহ পরিবারের।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 September, 2026 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

আজ, ১১ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস। এর জেরে দেশ জুড়েই ব্যাহত হবে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। এটিএম, ইউপিআই লেনদেনেও প্রভাব পড়বে

স্বচ্ছ ভারতের টাকা পড়ে সরকারি কোষাগারে

চার মাসে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের মাত্র নয় শতাংশ খরচ করেছে রাজ্য

প্রতিবেদন : স্বচ্ছ ভারত অভিযানের টাকা খরচে লবডঙ্কা রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রের পাঠানো টাকা পড়েই রইল সরকারি কোষাগারে। কাজ হল না মোটে। এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষ। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে প্রায় চার মাস। ঢুকেছে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের টাকা। এই চার মাসে বরাদ্দের যতটা খরচ করার কথা ছিল তা করা হয়নি। পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল আমজনতা। কেন্দ্রের বরাদ্দের ৯ শতাংশেরও কম খরচ হয়েছে এই খাতে। কেন্দ্রের রিপোর্টেই স্পষ্ট ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ব্যর্থতা।

ক্ষমতায় আসার পর ঘটা করে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল রাজ্য সরকার। শুধু অন্তর্ভুক্তিই সার। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে যোগ দিয়ে কাজ এগোচ্ছে না বিশেষ কিছু। উপরন্তু, বিভ্রান্তি বাড়ছে সাধারণ মানুষের। তথ্য অনুযায়ী, চলতি আর্থিক বছরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৯৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। প্রতিটি জেলাকে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সব থেকে বেশি টাকা পেয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা (৬৫.৮৪ কোটি টাকা)। পশ্চিম মেদিনীপুর পেয়েছে ৫৫.২৬ কোটি টাকা। এছাড়া, হুগলি ৫৩.৮৪ কোটি, মালদহ ৪৪.৭৬ কোটি, কোচবিহার পেয়েছে ৪১.০৪ কোটি টাকা। সব থেকে কম বরাদ্দ হয়েছে কালিম্পংয়ের (৭.৯১ কোটি টাকা) জন্য। কেন্দ্রের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত মাত্র ৫২.৩২ কোটি টাকা ছাড়ার অনুমোদনপত্র জমা পড়েছে। যা মোট বরাদ্দের ৯ শতাংশেরও কম। কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, অগাস্ট মাসের শেষে জেলাগুলি সব মিলিয়ে বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে পারেনি।

রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পরেও কেন আমজনতাকে প্রাপ্য পরিষেবা দেওয়া হল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার, জেলা প্রশাসন বিষয়টিতে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। আগামী দিনেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বরাদ্দ অর্থ খরচ করে আমজনতাকে পরিষেবা দিতে পারে কি না তাই-ই দেখার।

তোলা না পেয়ে কারখানা বন্ধ করল বিজেপি বিধায়ক

তারকেশ্বর

প্রতিবেদন : বিজেপির রক্তে মিশে গিয়েছে তোলাবাজি। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রথম শর্তই কে তোলাবাজিতে কতটা পারদর্শী। তাই বিজেপির বিধায়করা যে এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হবেন তা আর অবাক করার মতো বিষয় নয়। এবার তারকেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক সন্তু পানের আসল রূপ প্রকাশ্যে। চানাচুর কারখানার মালিকের কাছে ২০ লক্ষ টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠল সন্তু পানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সেই টাকা দিতে অস্বীকার করতেই কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি ও চাপ তৈরি করা হয়। তারকেশ্বরের সুমন চানাচুর কোম্পানির মালিক বংশী দোলুইয়ের সরাসরি অভিযোগ, বিধায়ক সন্তু পান তাঁর কাছে নগদ ২০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। এই বিপুল পরিমাণ টাকা দেওয়া অসম্ভব জানালে শুরু হয় চরম হুমকি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার। অভিযোগ, কাটমানি ও তোলা না পেয়ে শেষমেশ গায়ের জোরে কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দেয় বিধায়কের বাহিনী। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল অঙ্কের তোলাবাজির পেছনে কি শুধুই সন্তু পান, নাকি ওপর মহলেরও আশীর্বাদ রয়েছে? বিরোধীরা ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন এবং এই তোলাবাজির উপযুক্ত তদন্ত ও বিধায়কের শাস্তির দাবি তুলেছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'পরিবর্তন' ও স্বচ্ছতার কথা। তবে বাস্তবে যদি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা দাবি করার অভিযোগ ওঠে, তাহলে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন ক্ষমতার ছায়ায় কি শুরু হয়েছে নতুন ধরনের তোলাবাজির রাজনীতি?

গণেশ চতুর্থীর আগে কুমারটুলিতে সেজে উঠেছে গণপতির মূর্তি।

জনগণনার খাঁড়ায় আটকে শিক্ষকদের বদলি

১৫ দিনের 'রহস্যময়' মেয়াদবৃদ্ধিতে সরকারের আসল মতলব নিয়ে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় একের পর এক তুঘলকি ফরমান জারি করে মেরুদণ্ডহীন বিজেপি সরকার ফের প্রমাণ করল যে, শিক্ষকদের প্রতি তাদের চরম অবজ্ঞা আর প্রশাসনিক অপদার্থতার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই! সম্প্রতি স্কুলশিক্ষা দফতর জনগণনার কাজের অজুহাত দেখিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে যে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনও শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বা আধিকারিককে বদলি করা যাবে না। এমনকী যাঁরা আগে বদলির নির্দেশ পেয়েছেন, তাঁদেরও এই সময়সীমার মধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও 'রিলিজ অর্ডার' দেবে না। এই স্বৈরাচারী নির্দেশের জেরে কার্যত পথে বসার উপক্রম বহু শিক্ষকের, আর বিজেপির বাবুরা স্রেফ নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ব্যস্ত!

সবচেয়ে বড় জালিয়াতিটা লুকিয়ে রয়েছে এই নির্দেশের সময়সীমায়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জনগণনার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার কথা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর। তাহলে কোন জাদুবলে আর কার স্বার্থে এই সময়সীমা আরও অতিরিক্ত ১৫ দিন বাড়িয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা হল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে শিক্ষা দফতর। শিক্ষক সংগঠন এবং সেনসাস কর্মী ঐক্যমঞ্চের পরিষ্কার অভিযোগ, এই অতিরিক্ত ১৫ দিন আদপে মিউচুয়াল ট্রান্সফার বা আপস বদলি আটকে রাখার এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাধারণ নিয়মে এসএসসি এবং পর্ষদের ছাড়পত্র মেলার পর স্কুল থেকে রিলিজ পাওয়াটা শিক্ষকদের একটা সাধারণ অধিকার। কিন্তু সরকারের এই বেনজির ফতোয়ার জেরে পর্ষদের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্কুলগুলো রিলিজ অর্ডার দিতে অস্বীকার করছে। শিক্ষকদের একাংশের যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন— জনগণনার কাজ তো পরের বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। তাহলে কি ওই সময় পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক বদলি এইভাবেই গায়ের জোরে আটকে রাখা হবে?

চরম প্রহসন এখানেই শেষ নয়। 'শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চ' থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, যাঁরা আদপে জনগণনার কাজের সঙ্গে যুক্তই নন, পোর্টালে চরম অব্যবস্থার জেরে তাঁদের বদলিও স্থবির হয়ে পড়ে রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী হাইস্কুলের শিক্ষকদের বদলির জন্য নতুন এসওপি প্রকাশের যে গালভরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, তা-ও স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে খোদ কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, জনগণনার কাজে যুক্ত শিক্ষকদের 'অন ডিউটি' দেখাতে হবে এবং পঠনপাঠন সচল রাখতে হবে। কিন্তু আদালতের সেই নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই স্তব্ধ করে দিতে চাইছে এই সরকার।

জনগণনার নামে শিক্ষকদের বদলির অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং এই ১৫ দিনের 'রহস্যময়' মেয়াদবৃদ্ধি আসলে বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক দেউলিয়াপনারই চূড়ান্ত নিদর্শন। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে শিক্ষকদের বলির পাঁঠা বানানোর এই খেলা রাজ্যের শিক্ষক সমাজ কিছুতেই মেনে নেবে না।

টাকা নেওয়ায় অভিযুক্ত বিজেপি নেত্রী

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা: ক্ষমতায় আসতেই দাদাগিরি শুরু রাজ্য বিজেপির চুনোপুঁটি নেতানেত্রীদের। চারিদিক থেকে টাকা তুলে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকেই এমন অভিযোগ সামনে আসছে। এই কাণ্ড ঘটাতে গিয়ে বড়সড় কেস খেলেন টাকি পুরসভার বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নামে লাখ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। অভিযোগ সংক্রান্ত একটি অডিওও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অডিওতে প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে একাধিক অভিযোগ এসেছে। এই অডিও ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিপাকে পড়তেই পাল্টা তৃণমূল কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাসকে আইনি নোটিশ পাঠান বিজেপি নেত্রী। সাফাই, তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। সত্যি প্রকাশ্যে আসতেই ল্যাজেগোবরে অবস্থা। ভাইরাল অডিও ঘিরে টাকি পুরসভা এলাকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

ঘুমের মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু নিমতার বৃদ্ধ দম্পতির

সংবাদদাতা, বেলঘরিয়া : ঘরে আগুন! ঘুমের মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে বেঘোরে প্রাণ হারালেন বেলঘরিয়ার নিমতার বৃদ্ধা আর বাইরে বেরোতে গিয়ে পুড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের। বৃহস্পতিবার নিমতার কালচার মোড়ে ভোররাতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় হইচই পড়ে যায়। মৃত বৃদ্ধ দম্পতির আত্মীয় জানিয়েছে, দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করছে। তদন্তে শুরু করেছে নিমতা পুলিশ। এসির শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে বলে প্রাথমিক অনুমান। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, সাতসকালে দোতলার ঘরের জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে দেখে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। দমকল এসে আগুন নেভালেও শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম ননীগোপাল দাস (৯৬) এবং তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি দাস (৮৭)। কালচার মোড়ের কাছে দোতলা বাড়িতে থাকতেন তাঁরা। ননীগোপাল ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি ছিলেন গৃহবধূ। জানা যায়, মৃত বৃদ্ধ দম্পতির একমাত্র ছেলে সুব্রত দাস রেলে চাকরি করে গত বছর অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে নাগপুরে থাকেন। তাঁদের মেয়ে অপর্ণা পাল ২০২১ সালে ক্যানসারে মারা যান।

প্রতিবেশীরা সকাল ৬টার খানিক আগে দোতলার ঘর থেকে আগুন বেরোতে দেখতে পান। তড়িঘড়ি পৌঁছয় দমকল বাহিনী। দমকলের একটি ইঞ্জিন প্রায় ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ঘরে ঢুকে তৃপ্তির দেহাংশ উদ্ধার করা হয়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাঁদের খাট, এসি, টিভি, শোকেস, ড্রেসিং টেবিল-সহ সমস্ত কিছু। দরজার কাছে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় ননীগোপালের দেহ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আগুন লাগার পর বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তবে প্রাণে বাঁচতে পারেননি। হাঁটুর ব্যথায় চলাফেরায় সমস্যা ছিল তৃপ্তির। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট বা এসির ইনডোর ইউনিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে অন্য কোনও কারণ ছিল কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল। দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য কামারহাটি সাগর দত্ত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জট কাটল না

প্রতিবেদন : ১০৮ বছরের বাগবাজার সর্বজনীনের পুজো কমিটি তৈরি নিয়ে বৃহস্পতিবার জট কাটল না কলকাতা হাইকোর্টে। কমিটি গঠন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছে জটিলতা। দু'পক্ষই দাবি করছে পুজো হবে। তারাই সেই পুজোর আয়োজন করবে। কিন্তু, পুজো কমিটির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক সহ চারটি পদে নির্বাচন 'টাই' হয়ে যায়। তারপর সিটি সিভিল কোর্টে মামলা হয়। সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। এদিন বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার নিষ্পত্তি হল না। পুজো নিয়ে দু'পক্ষের শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত। সূত্রের খবর, আদালতের রায়ের উপরই নির্ভর করছে পুজোর যাবতীয় পরিকল্পনা। সিটি সিভিল কোর্টের নির্দেশে রবিবার বাগবাজারের কমিটি নিয়ে ভোটাভুটি হয়। সাধারণ সম্পাদক এবং ৪ জন সদস্য নিয়ে নির্বাচিত হয়। আদালত ঠিক করে দিয়েছিল দু'জন পর্যবেক্ষক। তাঁদের নজরদারিতেই ভোট হয়। ৭৭ জনের মধ্যে ওই ভোটাভুটিতে অংশ নিয়েছিলেন ৬৬ জন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ময়নাগুড়ির লোকালয়ে হাতির তাণ্ডব। এলাকা দাপানোর পর খবর পেয়ে বন দফতর অনেক পরে আসে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। পরে হাতির দলটি জঙ্গলে ফিরে যায়। এলাকায় রয়েছে আতঙ্ক

আমার বাংলা

11 September, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

চাকরি দেওয়ার নামে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ঘুষ! শীতলকুচিতে বিজেপির দুই নেতার কুকীর্তি ফাঁস

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ফের চাকরি দেওয়ার নাম করে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। এবার ঘটনাস্থল কোচবিহারের শীতলকুচি। স্বাস্থ্য দফতরে গ্রুপ সি পদে চাকরি দেওয়ার নাম করে এক যুবকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির দুই নেতার বিরুদ্ধে। চাকরি তো হয়ইনি, উল্টে টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শীতলকুচিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শীতলকুচি ব্লকের খাদিজা ধাপের চাত্রা এলাকার বাসিন্দা সত্যেন বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বিজেপির ৬ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক কমলকান্তি রায় এবং বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য মনোজকুমার রায়। স্বাস্থ্য দফতরে গ্রুপ 'সি'পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাঁকে। এমনকী এক মাসের মধ্যেই চাকরি হয়ে যাবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন অভিযোগকারী। চাকরির আশ্বাসে সত্যেন বর্মনের কাছ থেকে মাধ্যমিক-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট নিয়ে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে। পাশাপাশি নগদ এবং অনলাইন লেনদেনের মাধ্যমে মোট ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগকারীর বক্তব্য। সত্যেন বর্মনের বক্তব্য, নগদে তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয় ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও অনলাইনে বিভিন্ন দফায় প্রায় ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা নেওয়া হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। চাকরি হয়ে যাবে— এই আশাতেই তিনি টাকা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগকারী জানিয়েছেন।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরি পাননি সত্যেন। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁর হাতে চাকরি আসেনি, ফেরত দেওয়া হয়নি নেওয়া টাকাও। এরপর অভিযুক্তদের কাছে টাকা ফেরত চাইতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে বলে জানিয়েছেন। সত্যেন বর্মনের অভিযোগ, টাকা ফেরত চাওয়ায় তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। এমনকী তাঁকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁর। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি শীতলকুচি থানার দ্বারস্থ হন। বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে টাকা এবং বিভিন্ন নথি নেওয়া হয়েছিল। এক মাসের মধ্যে চাকরি হয়ে যাবে বলে তাঁকে আশ্বাস দেওয়াও হয়। কিন্তু চাকরি হয়নি। টাকা ফেরত চাইতে গেলে তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা এবং হুমকি দেওয়া হয়।

ভোটার তালিকায় নাম ফেরানোর টাকা চেয়ে ধৃত ভুয়ো আইনজীবী

■ প্রতারণার নয়া ফাঁদ। এসআইআর তালিকা থেকে বাদ যাওয়াদের ভোটার কার্ডে নাম ফেরানোর নামে টাকা চেয়ে গ্রেফতার ভুয়ো আইনজীবী। কোচবিহারের সিতাইয়ের ঘটনা। ধৃতের নাম সাবিনা বেগম। বুধবার সিতাই থানার ছাট সিঙ্গিমারি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সাবিনা বেগমের বাড়ি হাওড়ায়। অভিযোগ, নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে তিনি সিতাই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। এসআইআর সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার পাশাপাশি ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া নাম পুনরায় তালিকায় তোলার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সেই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় এক মাস ধরে এনামুল হক নামে এক যুবকের সঙ্গে বিবাহসূত্রে ওই এলাকায় বসবাস করছিলেন সাবিনা।

শিক্ষক খুনের অস্ত্র উদ্ধার

■ ইসলামপুরে শিক্ষক খুনে খুনিদের ব্যবহার করা অস্ত্র উদ্ধার। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে। বাকিদের এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ৮ অগাস্ট সকালে স্কুল যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণপুরের মাদারিপুরে জাতীয় সড়কে গুলিতে খুন হন রাজভীম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা চোপড়া তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম। খুব কাছ থেকে গুলি করায় পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থাতেই শিক্ষক বাইক নিয়ে দুষ্কৃতীকে তাড়া করলেও খানিকটা গিয়ে লুটিয়ে পড়েন। শিলিগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে।

স্কুলে কী করে বহিরাগতরা? প্রধান শিক্ষকের অভিযোগে উঠেছে প্রশ্ন

জলপাইগুড়ি-কাণ্ড

প্রতিবেদন : জলপাইগুড়ির স্কুলে প্রধান শিক্ষককে হেনস্থার লজ্জাজনক ছবি শোরগোল ফেলে দিয়েছে। জেলা স্কুলে এই ঘটনায় আক্রান্ত প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুই অভিযোগ করেছেন স্কুলের কোনও ছাত্র নয়, বহিরাগতরা এসে হামলা করেছে। শিক্ষকের বিস্ফোরক এই অভিযোগ ঘিরে উঠেছে একের পর এক প্রশ্ন। কী করে স্কুলে ঢুকল বহিরাগতরা? স্কুলের নিরাপত্তা কোথায়? এই বিষয়ে তদন্ত করা হবে বলে দায় সেরেছে প্রশাসন। কিন্তু ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও কোনওরকম ব্যবস্থা এখনও নেয়নি প্রশাসন। কেউ গ্রেফতারও হয়নি। চারমাসের বিজেপি সরকারে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি গোবরডাঙার একটি স্কুলে শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে ছাত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে। গত মাসে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব, প্রতীক ভেঙে দেওয়া— সব কিছু ছাপিয়ে গিয়েছে। এতকিছুর পরও কোনও পদক্ষেপ করেছে কি রাজ্য? প্রশ্ন উঠেছে এমনটাই। অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে একের পর এক নিয়মের কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু এসবের কোনও সমাধান হচ্ছে না। তাতে বাড়ছে ক্ষোভ।

প্রশাসনের নাকের ডগায় বাংলাদেশি শংসাপত্র বাড়িতে, গ্রেফতার গুরুমা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে বাড়িতে রেখেছিল বাংলাদেশি শংসাপত্র। মজুত ছিল কার্তুজ-সহ অস্ত্রও। জানাজানি হতে টনক নড়ে পুলিশের। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির ঘটনা। এরপরই বিএসএফ আর পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হন বৃহন্নলাদের ওই গুরু মা। নাম পিপাসা হাজরা ওরফে গুরুমা। এদিন ভোর থেকে উত্তর রায়কতপাড়ার ওই বৃহন্নলাদের প্রধান ঘাঁটিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বিএসএফের জওয়ানরা যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলার পাশাপাশি তিনটি বাড়ির ছাদেও বিএসএফ মোতায়েন করা হয়। একটানা প্রায় আট ঘণ্টা ধরে চলা এই তল্লাশিতে উদ্ধার হয় দুটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র, তিন রাউন্ড তাজা গুলি, দুটি খালি ম্যাগাজিন দুটি বাংলাদেশি সিম কার্ড অভিযানের পর ধৃত পিপাসা হাজরাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এটি এই অঞ্চলের বৃহন্নলাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। গত কয়েক বছরে এই আস্তানার বাসিন্দাদের সম্পত্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গোয়েন্দাদের নজরদারিতে ছিল এলাকাটি। সাম্প্রতিক মনসা পুজোর বিরাট আয়োজন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের যাতায়াত তাদের কার্যকলাপকে আরও সন্দেহজনক করে তোলে। এই ঘটনার পিছনে কোনও আন্তর্জাতিক চক্র বা অন্য কোনও অপরাধমূলক যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত ১

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর শহরের বাবুপাড়ার কলেজ মোড় এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ওই এলাকার একটি বাড়িতে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান চিরঞ্জিত সরকার নামে স্থানীয় এক যুবক। আগুন নেভানোর সহযোগিতার সময় আচমকাই সেখানে একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিকট শব্দে ফেটে যায়। যার জেরে মারাত্মকভাবে জখম হন ওই যুবক। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ট্রাফিক জ্যামে আটকে ছিল ভ্যান, পালিয়ে গেল দুই আসামি!

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : মেডিক্যাল টেস্ট করার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল দুই আসামি। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলা শহরের মহাকালধাম এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাইক চুরিতে অভিযুক্ত দুই আসামিকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্যে আলিপুরদুয়ার থানা থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মহাকালধাম এলাকায় ট্রাফিক জ্যামের কারণে পুলিশের গাড়িটির গতি কমে যায়। আর কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে, তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে নিমেষে শহরের ভিড়ে মিশে যায় ওই দুই

অভিযুক্ত। অভিযুক্ত ভীম মঙ্গর ও রাজ তির্কি বাইক চুরির ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিল। এরা দু'জনই ভুটান সীমান্তের কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ চা-বাগানের বাসিন্দা। এই দুই অভিযুক্ত গত ২ সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ার চৌপথি থেকে একটি মোটর বাইক চুরি করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, চলন্ত পুলিশ ভ্যান থেকে কীভাবে ওই দুই আসামি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল। পুলিশ পলাতক আসামিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। কিন্তু সন্ধে পর্যন্ত তাদের ধরা যায়নি। এর আগেও গত মাসে একইভাবে এক আসামি ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় পালিয়ে গিয়েছিল পুলিশকে বোকা বানিয়ে।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 September, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বর্ধমানে একে অপরকে পেটাল এবিভিপি-র দুই গোষ্ঠীর সদস্যরা

প্রতিবেদন : বিজেপি এমনিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার। আদি ও নব্য, সুযোগ পেলেই একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। এবার তাদের বকলমে ছাত্র সংগঠনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও প্রকাশ্যে চলে এল। বিশ্বকর্মাপুজো করা নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র দুই গোষ্ঠীর বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন ছাত্র জখম হয়েছেন। অধ্যক্ষের ঘরও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এইভাবেই ভাঙচুর চলেছে কলেজে।

জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বৃহস্পতিবারও কলেজচত্বর থমথমে রয়েছে। পড়ুয়াদের কলেজ খালি করার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিজেপির দুই গোষ্ঠীই এখন একে অপরকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত। কলেজ কর্তৃপক্ষের কথায়, প্রতি বছরই পুজো হয় কলেজচত্বরে। এত বছর কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই বিজেপির সংগঠন মাতব্বরি করতে শুরু করেছে। এই বছর বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই গোলমাল বাধে। তাতেই রক্তারক্তি কাণ্ড। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই চারিদিকে শুরু হয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। নানাদিক থেকে আসছে একের পর এক খবর। যার নতুন সংযোজন বর্ধমান। যেখানে ঝামেলায় জড়াল এবিভিপি-র দুই গোষ্ঠী। এ ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের মুখে কুলুপ। তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য তৈরি করাই বিজেপির উদ্দেশ্য। ওদের নিজের দলের কর্মীদের উপর যেমন নিয়ন্ত্রণ নেই, তেমনই ছাত্র সংগঠনের উপরেও নিয়ন্ত্রণ নেই।

তারাপীঠে লাখ লাখ ভক্তের ভিড়

কৌশিকী অমাবস্যা

প্রতিবেদন : কৌশিকী অমাবস্যায় বিশেষ তিথিতে তারাপীঠে ভক্তের ঢল। এই উপলক্ষে আলোর মালায় সেজে উঠেছে তারাপীঠ। লক্ষ লক্ষ ভক্ত লাইন দিয়ে মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোর তিনটে নাগাদ মন্দির খোলা হয়। তার পরে প্রতিমাকে স্নান করানো হয়। হয় মঙ্গলারতি। ভোর চারটে থেকে ভক্তদের জন্য মায়ের মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। দুপুরে এক ঘণ্টার জন্য মন্দির বন্ধ ছিল। দুপুরে ভোগ হিসাবে খিচুড়ি, সাদা অন্ন, বলিদানের মাংস, শোল মাছ পোড়া, পাঁচ থেকে সাত রকমের মাছ, চাটনি, পায়েস ও মিষ্টি ছিল। সন্ধ্যায় মায়ের সন্ধ্যারতি হয়। এদিন সারারাত মায়ের মন্দির খোলা থাকবে ভক্তদের জন্য। বিপুল ভিড় সামলাতে ইতিমধ্যেই একাধিক বিশেষ নিয়েছে বীরভূম জেলা পুলিশ। মঙ্গলবারই জেলা পুলিশ সুপার বিদিতরাজ ভুন্দেশ তারাপীঠের যান চলাচল, পার্কিং, দর্শনার্থীদের প্রবেশপথ-সহ বিভিন্ন পরিষেবা সংক্রান্ত বিশেষ রুট ম্যাপ প্রকাশ করেছেন। চালু করা হয়েছে বিশেষ অ্যাপও। যাতে পুণ্যার্থীদের কাছে সহজেই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

তারাপীঠের বিভিন্ন পুলিশ ক্যাম্পে থাকা বারকোড স্ক্যান করলেই মোবাইলে রুট ম্যাপ দেখতে পারবেন দর্শনার্থীরা। কোথায় গাড়ি পার্ক করতে হবে, কোন রাস্তা নো-এন্ট্রি, কোন দিকে প্রবেশপথ— সবই জানিয়ে দিচ্ছে এই ম্যাপ। ভক্তদের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা

হয়েছে চার হাজারেরও বেশি পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী। নজরদারির জন্য খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। পাশাপাশি স্পেশাল টেকনিক্যাল টিম, বিপুল সংখ্যক সিসিটিভি, ফেস রিকগনিশন ক্যামেরা, বিপর্যয় মোকাবিলা দল, ২৬টি পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ, ওয়াচ টাওয়ার এবং ড্রপ গেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

রামপুরহাটের মুনসুভা মোড় থেকে তারাপীঠের দিকে ভারী যানবাহন ও ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ছাড় নির্দিষ্ট মিনি বাস ও ই-রিকশাকে। যানজট এড়াতে নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে গাড়ি রাখতে বলেছে পুলিশ। মন্দিরের সামনে জুতো না খুলে সোনার বাংলা মোড় সংলগ্ন নির্দিষ্ট স্থানে জুতো রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তামিলনাড়ু থেকে বাড়ি ফিরল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ

এ রাজ্যের সরকার নয়, উদ্যোগ সহকর্মীদের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ভিনরাজ্যে পেটের দায়ে কাজ করতে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন হতে হয় ঝাড়গ্রামের এক যুবককে। সেই পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে ঝাড়গ্রামে শোকের ছায়া। তামিলনাড়ুতে শ্রমিকের কাজে গিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়ি ফেরা হল না, বাড়ি ফিরল তাঁর কফিনবন্দি নিথর দেহ। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে ছেলের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে পুরো পরিবার। ঝাড়গ্রাম শহরের দশ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বছর পঁচিশের বাদল শিট তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের একটি বেসরকারি সংস্থায় শ্রমিকের কাজ করতেন। শনিবার নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে শ্রমিক আবাসে ফিরে আইসক্রিম কিনতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি তিনি। পরদিন তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেছিল স্থানীয় পুলিশ। বচসার জেরে তাঁকে খুন করা হয় বলে জানা গিয়েছে। সেই ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করে। সহকর্মীদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বাদলের মৃতদেহ ফেরে তাঁর বাড়িতে। তাঁর এক সহকর্মী বিজয় রুইদাস জানান শনিবার আমরা পাঁচজন কাজ থেকে ফিরি। বাদলের রান্না করার দিন ছিল। কিছুটা রান্না করার পর আইসক্রিম কিনতে বাজারের দিকে যায়। কিন্তু রাতে ফিরে না এলে আমরা সারারাত ধরে খোঁজাখুঁজি করি। পরদিন সকালে

পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ফিরতে ভিড় জমালেন শোকার্ত গ্রামবাসীরা। ইনসেটে, বাদল শিটের মৃতদেহ।

জানতে পারি তাঁকে খুন করা হয়েছে। সংস্থার তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে। বাদলের বাড়ির অভিযোগ, তাঁর দেহ আনার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। তাঁরা এই খুনের সঠিক তদন্ত চান এবং অপরাধীদের শাস্তি চান। গত চার মাসে বাংলার একাধিক পরিযায়ী শ্রমিক রহস্যজনকভাবে ভিনরাজ্যে মারা গিয়েছেন। কিন্তু বাংলার প্রশাসন নির্বিকার। যা নিয়ে বেশ বিরক্ত বাংলার জনগণ।

ঝাড়গ্রামে টাইগার সাফারি চালু হলে বাড়বে পর্যটক

প্রতিবেদন : পূর্বতন সরকার জঙ্গলমহল ঝাড়গ্রামে টাইগার সাফারির উদ্যোগ নিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কাজ দ্রুতলয়ে চলছিল। নতুন সরকার আসার পর সেই কাজ কিছুটা থমকে। যদি এই সাফারি চালু করা যায়, পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। দ্বিগুণ সংখ্যায় পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হবে। তবে নতুন রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার উপর বিষয়টি নির্ভর করছে। ইতিমধ্যে রাজ্য ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতর টাইগার সাফারির জন্য ২২৬.৩৭ একর জমি বন দফতরকে হস্তান্তর করেছে। এখন কাজ দ্রুত শেষ হলে পর্যটন শিল্পে জোয়ার আসতে পারে। এই প্রকল্প নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ আছে। যদিও বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। আগামী দেড় দু'বছরের মধ্যেই টাইগার সাফারি প্রকল্পের কাজ

শেষ হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি বন দফতরের জমি বেআইনিভাবে দখল করলে সরাসরি ব্যবস্থা নেবে দফতর বলেও জানান তিনি। জানান, ঝাড়গ্রামে টাইগার সাফারির জন্য রাজ্যের প্রথম বাজেটেই ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে যাবে। কিছু দিনের মধ্যেই টেন্ডারও হয়ে যাবে। আপাতত ৬৫ একর জায়গার মধ্যে টাইগার সাফারি করা হবে। এই সাফারি চালু হলে এখানে অর্থনৈতিকের আমূল একটা পরিবর্তন হবে।

বনমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ, প্রণত টুডু, ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম প্রমুখ। তবে স্থানীয় মানুষজনের দাবি এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতেই চলছিল। কিন্তু গত চার মাসে কোনও কাজই এগোয়নি। এখন মন্ত্রী ঘুরে গেলেন, দেখা যাক কাজে গতি আসে কি না।

স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে আহত পড়ুয়া

সংবাদদাতা, মহিষাদল : স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। বৃহস্পতিবার, মহিষাদল ব্লকের তাজপুর হাইস্কুলে। আহত পড়ুয়ার নাম প্রিয়াংশু মল্লিক। বর্তমানে সে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্কুল শুরুর আগে স্কুলের ছাদে অন্য সহপাঠীর সঙ্গে খেলছিল সে। খেলতে খেলতে আচমকাই ছাদের ধার থেকে পড়ে যায় পড়ুয়াটি। খবর পেয়েই ছুটে আসেন শিক্ষকেরা। দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগে মহিষাদলের একটি নামী বেসরকারি স্কুলের এক পড়ুয়ার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিল। স্কুল থেকে পড়ুয়ারা মহিষাদল রাজবাড়ির মাঠে একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়েছিল। সেখানেই পাশের একটি জলাশয়ে ডুবে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল ওই পড়ুয়ার। ঘটনায় তদন্তের দাবি তোলেন মা-বাবা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের স্কুলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল এক পড়ুয়া।

বিজেপি জমানায় বারংবার এই ঘটনা ঘটে চলেছে। স্কুলে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন অভিভাবকরা। কিন্তু হুঁশ নেই প্রশাসনের।

সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল মা সাগরি খাতুনকে। শিশুটিকে শৌচালয়ে বালতির জলের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশি জেরায় সাগরি সদ্যোজাতকে খুনের কথা স্বীকার করেন

উত্তপ্ত রেজিনগর, হুমায়ুনের দল পেটাল তৃণমূল নেতাকে

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন হবে। উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল রেজিনগর। আম জনতা পার্টির দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে রক্তাক্ত তৃণমূল নেতা। এই ঘটনা ঘিরে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই নেতা। এই ঘটনায় যুক্ত থাকায় আম জনতা পার্টির দু'জনকে আটক করেছে রেজিনগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে রেজিনগর থানার অন্তর্গত এলাকায় দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছেতিয়ানি গ্রাম তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য আজিজুল শেখ তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন। জানা গিয়েছে, ঠিক তখনই আমিন শেখ তাঁর দলবল নিয়ে আজিজুলের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। আহত আজিজুল শেখকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুই হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ। কিন্তু কেন তৃণমূল নেতার উপর এই হামলা তা জানা যায়নি। অনেকেই মনে করছেন, ভোটের দিন ঘোষণার পর তৃণমূলকে ভয় দেখানোর জন্যই এই কাজ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৬ অক্টোবর রেজিনগরে উপনির্বাচন হবে। এই কেন্দ্রে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর জিতেছিলেন। পাশাপাশি নওদা কেন্দ্রেও তিনি জয়ী হন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী একটা আসন তাঁকে ছাড়তে হত। রেজিনগর আসন ছেড়ে দেন তিনি। এই আসনেই এবার হবে উপনির্বাচন। হুমায়ুনের ছেলে গোলাম নবি আজাদ এই আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এরপরই বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূল নেতার উপর আক্রমণ করল হুমায়ুনের পার্টির কর্মীরা।

> ছেতিয়ানি গ্রাম তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য আজিজুল শেখ তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন। জানা গিয়েছে, ঠিক তখনই আমিন শেখ তাঁর দলবল নিয়ে আজিজুলের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।

কারা দিল ১৫০০ কোটি

(প্রথম পাতার পর) প্রকাশ্যে এনেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে দেখা যাচ্ছে বিজেপির কেন্দ্রীয় দফতরে এক লপ্তে ১৪৭২.৮ কোটি টাকা ঢুকেছে। অসম, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির ভোটে বিজেপির খরচ হয়েছে ১৫৯.৭ কোটি টাকা। যার মধ্যে তারকাদের জন্য খরচ হয়েছে ১৩০ কোটির বেশি। অসমে খরচ হয়েছে ৯৬.২৭ কোটি। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বাংলায় এবং কেরলে নির্বাচনে কত টাকা খরচ হয়েছে তার কোনও হিসেব দেওয়া হয়নি। সেই হিসেব সামনে এলে বিজেপির ভাঁড়ারে ঢোকার প্রাপ্তির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে।

বিজেপির নতুন খেলা শুরু হয়েছে নাম-গোত্রহীন রেজিস্টার্ড দলগুলিকে বি টিম, সি টিম তৈরি করা। কিন্তু এর ফাঁকে সেখানে ঢুকছে হাজার হাজার কোটি টাকা। নাম-গোত্রহীন দলগুলোকে কারা চাঁদা দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে? এ-নিয়ে ইতিমধ্যে তৃণমূলের তরফে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। নাম-গোত্রহীন ৬টি রাজনৈতিক দলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যাদের ঠিকানা গুজরাতে। ইলেক্টোরাল বন্ডে বিপুল টাকা পেয়েছে। বিরোধীরা বলছে, এটা এক রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি। সব দুর্নীতির হিসাব হবে ২০২৯-এর ভোটে।

বাঁকুড়ায় পৌনে দু লাখ কর্মদিবস তৈরি হলেও, রূপায়ণ নিয়ে সন্দেহ

প্রতিবেদন : ১০০ দিনের কাজ বহুদিন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রতিহিংসার রাজনীতি করতে গিয়ে বন্ধ রেখেছিল। যার মাশুল গুনতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষকে। সেটাই রাজ্যে নতুন সরকার গড়ার পর কেন্দ্র নিয়ে এসেছে জি রাম জি নামে। দিনও বাড়িয়ে ১০০ থেকে করা হয়েছে ১২৫ দিন। গরিব মানুষগুলো আশার আলো দেখছেন। কিন্তু আদৌ প্রকল্প কতটা সফল হবে, গরিব মানুষগুলো আদৌ ১২৫ দিন কাজ পাবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। কারণ নতুন রাজ্য সরকার অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে বার্ধক্যভাতা— সব কিছুই ঠিকমতো রূপায়িত করতে পারছে না। বহু ন্যায্য প্রাপক বাদ পড়েছেন। এই আবহে বাঁকুড়া জেলায় প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কর্মদিবস তৈরি হয়েছে বলে খবর। শিগগিরই সংখ্যাটা নাকি দুই লক্ষের গণ্ডি ছাড়াবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে প্রায় ৯২৭টি করে কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। আর এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই রাজ্যের মধ্যে প্রথমে উঠে এসেছে বাঁকুড়া। পঞ্চায়েত স্তরে প্রশাসনের লাগাতার প্রচারের ফলে প্রকল্পে কাজ চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত জেলায় ৬৩ হাজার ৫০৬ জন কাজের জন্য আবেদন করেছেন। তবে ঠিক কতজন কাজ পাবেন বা আদৌ পাবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের দাবি, প্রশাসন ঢাকঢোল পিটিয়ে অনেক কিছু ঘোষণা করছে, কিন্তু তা বাস্তবায়িত করতে পারছে না। তাই ১২৫ দিনের কাজও কতটা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কিছুদিন কাটলে প্রকৃত চিত্র সামনে আসবে।

আগুন জ্বেলে মহড়া দুর্গাপুরের শপিংমলে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : অবশেষে নড়ল টনক। আগুন লাগলে কতটা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসবে পরিস্থিতি? বিপদের মুহূর্তে কাজ করবে তো শপিংমলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা? কাগজে-কলমে নয়, এবার আগুন জ্বালিয়েই তার পরীক্ষা নিল দমকল বিভাগ। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের বহুজাতিক শপিংমলে সকাল থেকে চলল দমকল আধিকারিকদের বিশেষ পরিদর্শন। বহু নামীদামি ব্র্যান্ডের দোকান থেকে মাল্টিপ্লেক্স, একাধিক রেস্তোরাঁ থেকে গাড়ির শোরুম— দিনভর যেখানে মানুষের ভিড় লেগেই থাকে, সেই বিশাল শপিংমলে আগুন লাগলে কতটা দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব, সেটাই এদিন হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখল দমকল বিভাগ। শুধু অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র রয়েছে কি না, তা দেখেই থেমে থাকেননি আধিকারিকরা। আগুন জ্বালিয়ে দেখা হল, সত্যিই বিপদের সময় কতটা দ্রুত সক্রিয় হয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শপিংমলের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন দমকল বিভাগের আধিকারিকরা। কোথায় রয়েছে বেরনোর দরজা, কীভাবে সাধারণ মানুষ জরুরি অবস্থায় বেরিয়ে আসবেন, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রগুলি কতটা প্রস্তুত, ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার ঠিকঠাক কাজ করছে কি না— এগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। বিশেষ করে শপিংমলের মতো জনবহুল জায়গায় অগ্নিকাণ্ড হলে কয়েক মিনিটই হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিপদ আসার অপেক্ষা নয়, বিপদ এলে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তারই মহড়া হল আগুন জ্বালিয়ে। দুর্গাপুর দমকল বিভাগের স্টেশন অফিসার মনোজকুমার দাস জানান, অন্য জায়গার তুলনায় এই শপিংমলে অগ্নিনির্বাপণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। এটা ঘটনা, গত এক মাসের মধ্যে একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁয় আগুন লাগলেও প্রশাসনের নজরদারির অভাবের অভিযোগ ওঠে। অনেক মানুষের জীবনহানি হয়েছে। তাই প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে।

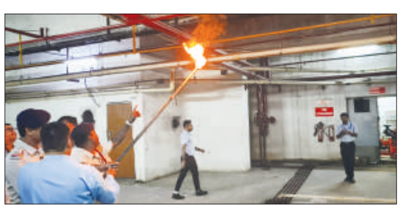

সরাসরি হুমকি দিলেন শুভেন্দু

(প্রথম পাতার পর) পদক্ষেপ করতে তৈরি ছিলেন। কিন্তু প্রতিহিংসার রাজনীতি তাঁর মধ্যে ছিল না। প্রতিহিংসা এবং দেশপ্রেমের মধ্যে পার্থক্যটা বিজেপির বোঝা সম্ভব নয়। কারণ এই বিজেপির পূর্বসূরিরা ইংরেজদের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরে গিয়েছিল।

গোটা রাজ্য ছি-ছিক্কার করছে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর পাখণ্ডী প্রসঙ্গ নিয়ে। বাঙালিকে প্রকাশ্যে ভণ্ড বলেছে এই অবাচীন। প্রতিহিংসা মেটাতে গিয়ে শুভেন্দু বলছেন, যারা এই অবাচীনের ছবি পুড়িয়েছে, তাদের গ্রেফতার করা হবে! এ-প্রসঙ্গে তুষ্টীকরণের রাজনীতিও টেনে এনেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, একজন বাঙালি জাতিকে অপমান করছে সে নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। যারা বিরোধিতা করছে তাদের জেলে পাঠাতে ষড়যন্ত্রের ঘোষণা। এটা যদি প্রতিহিংসা এবং রাষ্ট্রীয় থ্রেট না হয়, তা হলে কোনটা হবে? দুর্গাপুজোকে শারদোৎসব বলা যাবে না বলে ফতোয়া দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। দু'দিন আগে প্যান্ডেলের মধ্যে আমিষ খাওয়া যাবে না বলে রাজ্যের এক মন্ত্রী হুলিয়া দিয়েছিলেন। এবার দুর্গাপুজোকে শারদোৎসব লেখা যাবে না এই হুলিয়া শুভেন্দুর মুখে। অর্থাৎ কোন ভাষায় কথা বলা হবে সেটাও এবার ঠিক করে দিচ্ছে গণনায় কারচুপি করে জিতে আসা সরকার। রাষ্ট্রবাদ আর দেশবিরোধী স্লোগানের আড়ালে বিজেপি আসলে দখল করতে চায় সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের দূর-দূরান্তের সম্পর্ক ছিল না। রাজ্যে বামেরা থাকাকালীন অনিলায়নের মতো বিজেপিও শিক্ষায় তাদের দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া।

তৃণমূল কংগ্রেস এই হুমকি-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে বোমা বিস্ফোরণ করবে, তা বুঝতে পেরেই আলিফা আহমেদকে সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বলতে দেওয়া হয়। আলিফা বলেন, আলোচনা ছাড়াই বিল পেশ হয়ে গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, আমাদের মুখ বন্ধ করা হচ্ছে। বলতে দেওয়া হচ্ছে না। বিজেপি বিধানসভায় বসিয়ে রেখেছে বকলেস পরা পোষা বিরোধীদের। ওদের সুবিধে করতে বালিশের দল ওয়াকআউট করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে পরিচালিত তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভায় বিলের বিরুদ্ধে ডিভিশন চেয়ে ভোটাভুটিতে অংশ নিয়ে বিরোধিতা করেছে। প্রতিহিংসার শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ হয়েছে বিধানসভার অন্দরে। লড়াই চলবে বাইরেও।

বামেদের আক্রমণ করে বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, বিজেপি না তৃণমূল—এই লড়াই করে সিপিএম বোতল থেকে বের করে এনেছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে। বামেদের জন্যই আজ বিজেপির বাড়বাড়ন্ত। চোখে দেখলে মনে হচ্ছে বিজেপি সরাসরি বামেদের আক্রমণ করছে। আসলে সুকৌশলে বামেদের প্রোমোট করা হচ্ছে। মানুষ বিজেপির এই রাজনীতি বুঝতে পেরে গিয়েছে।

তৃণমূল নেতাকে খুন

(প্রথম পাতার পর)
অশোক কর্মকার নামে চার বিজেপি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে তিনজন বিজেপির বুথ সভাপতি বলে জানা গেছে বিরোধীদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং সন্ত্রাসের রাজনীতিই বাংলার শান্তির পরিবেশকে ফের অশান্ত করে তুলছে। দলের নেতা-কর্মীদের টার্গেট করে একের পর এক হামলা ও খুনের অভিযোগ উঠছে। ফলতার ঘটনাও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার ভাদুড়া অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা সেচ দফতরের চুক্তিভিত্তিক কর্মী বুদ্ধদেব মণ্ডলকে অফিস থেকে অপহরণের পর নৃশংসভাবে খুন। বুদ্ধদেব মণ্ডল ফলতা বিধানসভার রামনগর থানার বরদা গ্রামের বাসিন্দা। কর্মরত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সেচ দফতরের চড়িয়াল সাব ডিভিশনের ফলতা বলরামপুর সেচও দফতরে। বুদ্ধদেব ভাদুড়া-হরিদাস অঞ্চলের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, ৮ সেপ্টেম্বর কর্মরত অবস্থাতেই তাঁকে কয়েকজন দুষ্কৃতী অপহরণ করে। থানায় অভিযোগ জানান পরিবারের সদস্যরা। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ।

নামখানা নদীর ধার থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। নিহতের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল শনাক্ত করেন। গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে না পেরে বিজেপি ফলতায় সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে এই খুনের রাজনীতি করেছে। ধৃতদের মধ্যে বিজেপির বুথ স্তরের পদাধিকারীদের নাম জড়িয়ে পড়ায় পদ্ম শিবিরের মুখ পুড়েছে। অফিসের ভেতর থেকে একজন কর্মীকে তুলে নিয়ে গিয়ে এভাবে খুন করার বর্বরোচিত ঘটনা প্রমাণ করে যে বিজেপি বাংলায় খুনের রাজনীতিতে মেতেছে। ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালত তাদের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

দিল্লি দরবার

11 September, 2026 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লাদাখ সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রকে আশ্বাস দিতে হবে এক সপ্তাহের মধ্যে। তা না হলে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকেই বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন সোনম ওয়াংচুক। জানিয়ে দিলেন স্পষ্ট ভাষায়

জানানো হোক টাকা আসছে কোথা থেকে

বেইমানদের দলের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলল তৃণমূল

নয়াদিল্লি : এনসিপিআইয়ের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলল তৃণমূল! প্রকাশ্যে খাস্তা করল ২০ জন বিশ্বাসঘাতককে। বেআব্রু করে দিল বিজেপির মদতে নির্লজ্জ বেইমানদের। একইসঙ্গে রীতিমতো সংশয় প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখেল প্রশ্ন তুলেছেন এনসিপিআইয়ের সংবিধান কী, টাকার উৎস কোথায়, পদাধিকারী কারা, ঠিকানাই বা কী— এইসব তথ্য কেন প্রকাশ্যে আনছে না নির্বাচন কমিশন? এই দলের তহবিলের নেপথ্যে কি পাচার হওয়া টাকা? তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, আশ্চর্যের বিষয়, দলটির আসল অস্তিত্ব আছে কি না তা জানতে নির্বাচন কমিশন কোনও তদন্তও করছে না, কোথাও পরিদর্শনও করছে না। টাকার উৎস নিয়ে ইডি বা আয়কর দফতরও কোনও তদন্ত করছে না? নিচ্ছে না কোনও ব্যবস্থা? কেন নীরব লোকসভার সচিবালয়ও? কেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে না বিজেপির সঙ্গে যোগসূত্র? দেখছে না যে এই দলের আদৌ কোনও অস্তিত্ব আছে কি না? তথ্যের অধিকার আইনে এই সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য দাবি করেছিল তৃণমূল। কিন্তু ৮৪ দিন পরেও কিছুই জানায়নি নির্বাচন কমিশন কিংবা সংসদের সচিবালয়। সাকেত মনে করিয়ে দিয়েছেন, এনসিপিআই কিন্তু আসলে একটি রেজিস্টার্ড আনরেকগনাইজড পলিটিকাল পার্টি। দুবছর আগেও এর অস্তিত্ব বলতে ত্রিপুরায় গোটা দুয়েক আসনে ভোটে দাঁড়ানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পশ্চিমবাংলায় কিছুই ছিল না তাদের। সবচেয়ে বড় কথা, ঠিকানা, পদাধিকারীদের নাম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, খরচের হিসেব সংক্রান্ত যে রিপোর্ট নিয়মিতভাবে নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করতে হয়, সেসব কিছুই করেনি তারা। তা হলে কীভাবে হঠাৎ রাতারাতি তারা এনডিএ-র দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক হয়ে গেল? লোকসভার অধ্যক্ষকে কি তারা আদৌ জানিয়েছে, তাদের ফ্লোর লিডার কে, চিফ হুইপ কে?

আসলে মোদিরাজ্য গুজরাতের ৬টি এমনই রেজিস্টার্ড আনরেকগনাইজড পলিটিকাল পার্টির ১৭০০ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে। সেই ঘটনাই এদিন প্রকাশ্যে এনে এনসিপিআইয়ের অস্তিত্ব এবং তহবিলের উৎস নিয়ে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তুলে ২০ জন বিশ্বাসঘাতককে বেআব্রু করে দিল তৃণমূল। একইসঙ্গে রাজ্যসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নাদিমুল হকের বাড়িতে ইডির হানারও তীব্র নিন্দা করেছেন সাকেত। ৪ মে-র পর থেকে বাংলাজুড়ে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের উপর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যও এক হাত নিয়েছেন বিজেপিকে।

নেপথ্যে কি বিজেপির কারসাজি?

আধারের স্রষ্টাকেই চূড়ান্ত হেনস্থা নির্বাচন কমিশনের

বেঙ্গালুরু: লজ্জা! আধারের স্রষ্টাই আজ বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত হেনস্থার শিকার। ভাবাও যায় না, প্রত্যেক ভারতীয়কে ১২ সংখ্যার একটি পরিচয় দিয়েছিলেন যে ব্যক্তি সেই নন্দন নিলেকানিকেই এখন প্রমাণ করতে হবে নিজের পরিচয়। ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এই নন্দন নিলেকানিই গড়ে তুলেছিলেন আধার ব্যবস্থা। তাঁর মাধ্যমেই কোটি কোটি ভারতবাসী পেয়েছিলেন পরিচয় নম্বর। এখন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের তালিকায় উঠে এসেছে তাঁরই নাম। শুধুমাত্র তাঁর নাম নয়, তাঁর স্ত্রী, লেখিকা এবং সমাজসেবী রোহিণী নিলেকানি এবং তাঁদের সন্তান নিহার নিলেকানি, জাহ্নবী নন্দন নিলেকানি-সকলেরই নাম নির্বাচন কমিশনের অসঙ্গতির তালিকায় রয়েছে। কী কারণ দেখিয়েছে কমিশন? জানা গিয়েছে, গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, শেষ এসআইআরের সঙ্গে মেলেনি নাম।

দেশবাসী পেয়েছিলেন পরিচয় নম্বর

অর্থাৎ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলছে না তাঁদের নাম। লক্ষণীয়, ঠিক একই অজুহাত দেখিয়ে ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও ভারতরত্ন প্রাপক ৯২ বছর বয়সী অধ্যাপক সি এন আর রাওকে নিজের পরিচয় প্রমাণের জন্য বিশেষ শুনানিতে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। শুধু একটি ‘এফ’এর গরমিলের কারণ দেখিয়ে একইভাবে চূড়ান্ত হেনস্থা করা হয়েছে তাঁর মতো ৯২ বছরে ভারতরত্ন বিজ্ঞানীকে। কর্নাটকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চলাকালীন তাঁর নামের বানানে অমিল ধরা পড়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয়, কন্নড় অভিনেতা শিবরাজ কুমারকেও নিলেকানিদের মতোই শেষ এসআইআরের সঙ্গে অমিল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসআইআরের নো-ম্যাপিং ক্যাটেগরিতে রাখা হয়েছে আধারের রূপকারের নাম।

নিলেকানির ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। কারণ, আধারের রূপকার তিনিই। সকলেরই বক্তব্য, তাঁর নাম নিয়ে যে সমস্যা হয়েছে তা বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেরাই সমাধান করে নিতে পারত নির্বাচন কমিশন। কারণ, এই ধরনের অসঙ্গতি বৃহত্তর পরিবর্তনেরই অংশ। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের তথ্যের দাবি, গত ২৪ অগাস্ট প্রকাশিত রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এক কোটিরও বেশি ভোটারকে। অর্থাৎ, কর্নাটকের মোট ভোটারের ১৯.৪ শতাংশ বাদ পড়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন, মুম্বইয়ে বন্ধ করা হল ইসকনের ৩ রেস্তোরাঁ

মুম্বই: আবার বিজেপি রাজ্যে প্রশ্নের মুখে ইস্কনের খাবারের মান। খাদ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সাময়িকভাবে বাতিল করা হল মুম্বইয়ের জুহুতে ইসকনের ৩টি ফুড ইউনিটের লাইসেন্স। মহারাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অফিসার তুকারাম মুন্ধের নেতৃত্বে অভিযান চলে ইসকনের ফুড ইউনিটে। জুহুর হরে কৃষ্ণ ল্যান্ডের খাদ্যপ্রস্তুতকারী মূল ইউনিট, ইসকন জুহু ফুড সার্ভিসেস রেস্তোরাঁ এবং বিখ্যাত গোবিন্দস রেস্তোরাঁতে ঢুকে বিশেষজ্ঞরা তো অবাক। দেখা যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে পোকামাকড়, পড়ে রয়েছে ইঁদুরের বিষ্ঠা,নিকাশি নালা বুজে গিয়েছে খাবার আর জঞ্জালে, নোংরা জল জমে রয়েছে কোল্ড স্টোরেজে কাছে। শুধু তাই নয়, কাঁচা ও রান্না করা খাবার এবং খাদ্যসামগ্রী নিয়ম মেনে রাখা হত না আলাদা করে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বলে মনে হয়েছে, রান্নার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, টিকা দেওয়া এবং ফুড সেফটি ট্রেনিংয়ের

কোনও নথিপত্র এবং খাবার ও পানীয় জল পরীক্ষার রিপোর্টও পাওয়া যায়নি। সেই যুক্তিতেই বিখ্যাত গোবিন্দস রেস্তোরাঁ, ইসকন ফুড সার্ভিসেস রেস্তোরাঁ এবং ইসকন বেস কিচেনের লাইসেন্স আপাতত বাতিল করা হয়েছে। ইসকন জানিয়েছে, ভক্ত এবং অতিথিদের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষাতেই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সেই কারণেই দ্রুত ত্রুটি দূর করা হবে।

বাবার মৃত্যুর পরে পেনশন পাবেন বিবাহ-বিচ্ছিন্না মেয়ে

আগরতলা: মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক রায় দিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। জানিয়ে দিল বাবার মৃত্যুর পরে ডিভোর্স হলেও ফ্যামিলি পেনশন পাবেন মেয়ে। একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই রায়। আগরতলা পুরসভার এক কর্মীর কন্যা উজ্জ্বলা রানি পালকে ঘিরে দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে আদালত জানিয়ে দিল, পেনশন সংক্রান্ত আইনে এমন কোনও অলিখিত নিয়ম বা শর্ত থাকতে পারে না যে বাবা বেঁচে থাকতেই মেয়ের ডিভোর্স হতে হবে। বকেয়া পেনশন ৬ শতাংশ সুদ-সহ আগরতলা পুরসভাকে মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক অধিকর্তা ছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে পদের অপব্যবহার, আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে

ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি আসছেন জিনপিং

নয়াদিল্লি: ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার ভারত সফরে আসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। গত কয়েকদিনের ব্যাপক কূটনৈতিক জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। চিনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন। এর আগে অবশ্য চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন নয়াদিল্লিতে শি জিনপিংয়ের আগমন নিয়ে কোনও তথ্য স্পষ্ট করতে চাননি। ব্রিকস সম্মেলনে চিনা শীর্ষনেতার সফর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি কেবল বলেছিলেন, আপনার উত্থাপিত প্রশ্নটি সম্পর্কে আমার কাছে আপাতত কোনও তথ্য নেই। তবে শেষমেশ সফরসূচির কথা জানিয়েছে বেজিং।

২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকার সীমান্ত সংঘর্ষের পর দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তীব্র শীতলতা দেখা দেয়। সেই ঘটনায় ২০ জন ভারতীয় সেনা সদস্য এবং বেশ কয়েকজন চিনা সেনা নিহত হন। সেই ঘটনার পর এটিই প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের প্রথম ভারত সফর, যা দীর্ঘ সাতবছর পর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর আগে ২০১৯ সালে চেন্নাইয়ের কাছে মামাল্লাপুরমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে একটি অনানুষ্ঠানিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি শেষবার ভারতে এসেছিলেন। মোদি ও জিনপিং দুজনেরই প্রথম মেয়াদের দায়িত্ব পালনকালে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে চিনা প্রেসিডেন্ট প্রথম ভারত সফরে আসেন এবং পরবর্তীতে ২০১৬ সালে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে গোয়া সফর করেন। সম্প্রতি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষ করে গত বছর প্রধানমন্ত্রী মোদির চিন সফর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উভয় দেশের অস্থির কূটনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। ২০২০ সালের সংঘর্ষের পর চিনা বিনিয়োগের ওপর ভারত যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, তার মধ্যে ইলেকট্রনিক্স, ক্যাপিটাল গুডস এবং সোলার সেল খাতের ওপর থেকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চলতি মাসেই কিরঘিজস্তানে একটি আঞ্চলিক মঞ্চে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং প্রেসিডেন্ট জিনপিং একমত হয়েছেন যে— দুই দেশ একে অপরের 'প্রতিযোগী নয়, বরং অংশীদার; এবং তারা একে অপরের উন্নয়নের জন্য হুমকি নয়, বরং সুযোগ।' ভারতে চিনা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রস্তাবিত বিনিয়োগ এখন বেজিংয়ের নিজস্ব কঠোর নজরদারির মুখে পড়ছে, বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে উন্নত উৎপাদন ও উচ্চমানের প্রযুক্তি জড়িত। তা সত্ত্বেও চিন সরকারের রাজস্ব তথ্য অনুযায়ী, গত বছর দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে রেকর্ড ১৫৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা দশ বছর আগের ৭১.৬ বিলিয়ন ডলারের দ্বিগুণেরও বেশি। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসেও এই বাণিজ্য আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অভিজ্ঞতাহীন ভারতীয় সংস্থাকে কেন কোটি কোটি ইউরো? বিতর্কের চাপে পদত্যাগ

আন্তর্জাতিক অস্ত্র জালিয়াতি কাণ্ড

নয়াদিল্লি: ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তার জন্য বরাদ্দ করা প্রায় ৭০ মিলিয়ন ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৬৮.৫০ কোটি টাকা) মূল্যের গোলাবারুদ চুক্তিতে ভয়াবহ জালিয়াতির দায়ে শেষমেশ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এস্তোনিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হান্নো পেভকুর। গোলাবারুদ সরবরাহের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা একটি ভারতীয় মালিকানাধীন সংস্থার সাথে এই বিতর্কিত চুক্তি এবং জাতীয় নিরীক্ষা দপ্তরের (ন্যাশনাল অডিট অফিস) কড়া রিপোর্টের পর তিনি দায় স্বীকার করে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এই বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পেভকুর জানান, দেশের নিরাপত্তা কোনো একক ব্যক্তির বিষয় নয়, তাই রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে দায়িত্ব তুলে দিলেন।

ইউক্রেনে তীব্র অস্ত্রসংকটের সময় ২০২৪ সালে এস্তোনিয়ার 'সেন্টার ফর ডিফেন্স ইনভেস্টমেন্টস' (আরকেআইকে) ইতালিতে নিবন্ধিত 'ডাটা সেল এসআরএল' নামের একটি সংস্থার সাথে চুক্তি করে, যা কিছুদিন আগেই ভারতের 'নেকো ডিফেন্স মিউনিশনস' অধিগ্রহণ করেছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'ইউরোপীয় পিস ফেসিলিটি'র তহবিল থেকে আগস্ট ২০২৪ থেকে শুরু করে দফায় দফায় প্রায় ৭০ মিলিয়ন ইউরো ওই কোম্পানিকে অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনে এই আর্টিলারি শেল পৌঁছানোর কথা থাকলেও বারবার সরবরাহে বিলম্ব হতে থাকে। অবশেষে ২০২৫ সালে যে অস্ত্র এসে পৌঁছায় তা নিম্নমানের হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সংস্থাটির চরম অযোগ্যতা সামনে আসার পর আরকেআইকে চুক্তি বাতিল করে এবং পুরো অগ্রিম অর্থ ফেরত দেওয়ার দাবি জানায়। ডিফেন্স ইনভেস্টমেন্ট সেন্টারের ডিরেক্টর জেনারেল এলমার ভাহের স্বীকার করেছেন যে, এই কোম্পানির সাথে চুক্তি করাটাই একটা বড় ভুল ছিল। বিষয়টি এখন ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে অবস্থিত 'ইউরোপীয় সালিশি ও মধ্যস্থতা কেন্দ্রে' গড়িয়েছে, যেখানে এস্তোনিয়া তাদের ৭০ মিলিয়ন ইউরো উদ্ধারে আইনি লড়াই চালাচ্ছে।

অন্যদিকে, ভারতীয় মালিকানাধীন সংস্থা ডাটা সেল পাল্টা দাবি করেছে যে তারা ৫৯ মিলিয়ন ইউরোর পণ্য সরবরাহ করেছে এবং এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় নিরীক্ষা দপ্তর সতর্ক করে জানিয়েছে যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি এই অর্থ ফেরত না দেয়, তবে এস্তোনিয়ার রাজকোষ থেকেই এই বিরাট অঙ্কের অর্থ মেটাতে হবে। পেভকুর নিজে কোনও ব্যক্তিগত দুর্নীতির কথা অস্বীকার করলেও নিরীক্ষা দপ্তরের পর্যালোচনার পর নৈতিক দায় এড়াতে পারেননি। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকে বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী এই ছোট দেশটি ইউক্রেনের অন্যতম প্রধান সমর্থক হিসেবে উঠে এসেছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতাহীন সংস্থাকে বিপুল অর্থ অগ্রিম দিয়ে অস্ত্র কিনতে গিয়ে এমন আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারি খোদ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ইতি টেনে দিল।

ব্রিকসে ভারতের প্রাপ্তি কোথায়? কংগ্রেস নেতা চিদম্বরমের প্রশ্নে তুঙ্গে তরজা

নয়াদিল্লি: দরজায় কড়া নাড়ছে ব্রিকস সম্মেলন। ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বসতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক জোটের শীর্ষ বৈঠক। তার আগেই ব্রিকস-এর কার্যকারিতা এবং ভারতের প্রাপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পি চিদম্বরম। তাঁর বক্তব্য, সাম্প্রতিক কয়েকটি ব্রিকস সম্মেলন থেকে ভারতের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনও বাস্তব ফলাফল তাঁর নজরে আসেনি। কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, ব্রিকস-এর পাশাপাশি ভারত যখন জি-২০, কোয়াড এবং সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের মতো একাধিক আন্তর্জাতিক মঞ্চের সদস্য, তখন সেখান থেকে দেশের দৃশ্যমান লাভ কতটা হচ্ছে? অতীতে ব্রিকস বৈঠক থেকে কিছু নির্দিষ্ট ফল মিললেও গত দুই-তিনটি সম্মেলনে তেমন কোনও বাস্তব সাফল্য চোখে পড়েনি। ফলে আসন্ন দিল্লি সম্মেলন ঘিরে প্রত্যাশার পাশাপাশি এই আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে ভারতের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক লাভ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

এদিকে, ব্রিকস সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজধানীতে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি ব্রিকস-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে ভারত। বর্তমানে ব্রিকস-এর মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল, চিন, রাশিয়া, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দেশ পার্টনার কান্ট্রি হিসেবেও যুক্ত হয়েছে এই মঞ্চের সঙ্গে। দিল্লির সম্মেলনে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বের জনসংখ্যা ও অর্থনীতির একটি বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে ব্রিকস। আর সেই সম্মেলনের ঠিক আগে চিদম্বরমের প্রশ্ন নতুন মাত্রা যোগ করল দেশের রাজনীতিতে।

মায়ের মৃত্যু, ৫ ঘণ্টার জেলমুক্তি চিন্ময়কৃষ্ণর

ঢাকা: মায়ের মৃত্যুতে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার জন্য জেল থেকে বেরনোর ছাড়পত্র পেলেন বাংলাদেশের সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ওরফে চিন্ময় প্রভু। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের তরফে ৫ ঘণ্টার প্যারোলের নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিন সকালেই চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মা সন্ধ্যারানি প্রয়াত হন। তার পরেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

পারিবারিক সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ হাটহাজারি উপজেলার মেখল ইউনিয়নের শ্রীশ্রী পুণ্ডরীক ধাম আশ্রমে চিন্ময় প্রভুর মায়ের মৃত্যু হয়। অসুস্থ হওয়ার পর চট্টগ্রামের মা ও শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। গত মঙ্গলবার নিজেই আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সন্ধ্যারানি। চিন্ময় প্রভুও দীর্ঘদিন এই আশ্রমে থাকতেন। ছেলের আশ্রমেই জীবনের শেষ সময় কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন সন্ধ্যারানি। তাঁর ক্যান্সার হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে থাকতে চাইছিলেন না তিনি। বৃহস্পতিবার আশ্রমেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পরেই ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর চিন্ময় প্রভুকে গ্রেফতার করে সেদেশের কেয়ারটেকার সরকার। ভোটের পরে নতুন সরকার গঠন হলেও মুক্তি পাননি তিনি। পরিবার সূত্রে খবর, ছেলে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন সন্ধ্যারানি। ছেলের অসুস্থতা সত্ত্বেও বারবার জামিন না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। বুধবার গুরুতর অসুস্থ মাকে দেখার জন্য চিন্ময় প্রভুর শর্তসাপেক্ষে প্যারোল দেওয়ার আবেদন করে তাঁর পরিবার। কিন্তু চট্টগ্রামের জেলাশাসক মহম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা আইনের অজুহাত দিয়ে সেই আবেদন নাকচ করেন।

সিনেস্কোপ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 September, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

'নধরের ভেলা'র পর এবার একটি নির্ভেজাল কমেডি ছবি পরিচালনা করবেন প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য। দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যেতে পারে ঋত্বিক চক্রবর্তী, অমিত সাহাকে। এই মুহূর্তে কাশ্মীরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রয়েছেন পরিচালক

মির্জাপুর দ্য মুভি

বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে 'মির্জাপুর : দ্য মুভি'। গুরমিত সিং পরিচালিত ছবিতে সিরিজের প্রায় সব প্রিয় চরিত্রই ফিরেছে। এসেছে কিছু নতুন চরিত্রও। অভিনয়ে পঙ্কজ ত্রিপাঠী, আলি ফজল, রবি কিষান। মুক্তির প্রথম দিনেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে এই গ্যাংস্টার থ্রিলার। পরবর্তী দিনগুলোতেও ব্যবসা করেছে ফাটিয়ে। জয়যাত্রা অব্যাহত। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

প্রায় ৮ বছর আগে, ২০১৮ সালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল 'মির্জাপুর' সিরিজ। তৃতীয় সিজনে এসে খানিক ফিকে হয়ে গিয়েছিল সেই সফরের রং। তাই অনেকেই ভেবেছিলেন 'মির্জাপুর'-এর ঝুলিতে আর নতুন কিছু দেওয়ার নেই। তাঁদের হিসাব যে মস্ত বড় ভুল ছিল, তা প্রমাণ করে দিল 'মির্জাপুর : দ্য মুভি'। তিন ঘণ্টার উপরের এই দীর্ঘ সিনেম্যাটিক ট্রিপে 'মির্জাপুর' ফের ফিরল পুরানো চেনা মেজাজে। তবে আর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নয়, এবার বড়পর্দায়। গত শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বহু প্রতীক্ষিত ছবিটি। মুক্তির প্রথম দিনেই বক্স অফিসে বিপুল ঝড় তুলে ২০২৬ সালের সেরা চারটি সিনেমার তালিকায় সরাসরি জায়গা করে নিয়েছে। পর্দায় 'কালীন ভাইয়া' ও মুন্না ত্রিপাঠীর সঙ্গে গুড্ডু এবং বাবলু পণ্ডিতের কাটাছেঁড়া দ্বৈরথ দর্শকদের উন্মাদনাকে চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম দিনেই কেবল হিন্দি বলয়ে 'মির্জাপুর : দ্য মুভি' ২৪.৬০ কোটি টাকার বিশাল ব্যবসা করেছে। এর পাশাপাশি তেলুগু সংস্করণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে ১৫ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে প্রথম দিনে দেশ জুড়ে মোট ২৯.৭০ কোটি টাকার ব্যবসা হাঁকিয়েছে। পরবর্তী দিনগুলোতেও ফাটিয়ে ব্যবসা করেছে ছবিটি। জয়যাত্রা অব্যাহত।

গুরমিত সিং পরিচালিত এই ছবির সাফল্যে বড় ভূমিকা রয়েছে পঙ্কজ ত্রিপাঠীর। কালীন ত্রিপাঠী চরিত্রের উপর ভিত্তি করেই যে ছবির মূল ভিত তৈরি, তা বজায় রেখেছেন তিনি। সব মিলিয়ে, আত্মপ্রকাশের পর থেকেই বক্স অফিসে দুর্দান্ত লক্ষ্মীলাভ করে সাফল্যের নতুন রেকর্ড গড়েছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী ও পুরো 'মির্জাপুর' টিম।

এত দীর্ঘ ছবির একটি মুহূর্তও জোলো লাগেনি। কারণ কাহিনিকার পুনীত কৃষ্ণ গল্পটিকে অকারণে টেনে নিয়ে যাননি, বরং, চরিত্রদের জীবনের আর একটি পর্ব দেখিয়েছেন। মুন্না ভাইয়া চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিব্যেন্দু শর্মা। সিরিজের প্রায় সব প্রিয় চরিত্রই ফিরেছে। পাশাপাশি এসেছে কিছু নতুন চরিত্রও। যেমন, রবি কিষান অভিনীত বব্বন বাবুয়া। একেবারে তুরুপের তাস। রবি কিষান এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে শুধু একটি নতুন নাম নন, আলাদা স্টাইল আর নয়া কিসিমের ভয়ও ভরে দিয়েছেন। ডার্ক কমেডির ঝাঁজ বাড়িয়েছে চন্দু পাংচার। অভিনয়ে সত্যেন্দ্র সোনি। দারুণ মুনশিয়ানায় কাহিনিকার মূলধারার ব্লকবাস্টার সিনেমার মশলা মিশিয়েছেন গল্পে। যেমন, 'উটের ইঞ্জেকশন' সংক্রান্ত সাবপ্লট। আলি ফজল অভিনীত গুড্ডু পণ্ডিতের হঠাৎ রাগ আর স্টেরয়েডের প্রতি দুর্বলতা এখানে দারুণভাবে ব্যবহৃত। চমকের পর চমক রয়েছে গোটা ছবিতে। বেশ কিছু দৃশ্য ও কাহিনি নির্মাণ অংশ স্মৃতিতে গেঁথে যায়। যেমন, গুড্ডু পণ্ডিত ও তার বাবার মধ্যে তরজা চলছে, এ দিকে মা সোয়েটার পরে ট্রায়াল দিচ্ছে। মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিবা চড্ডা। সালঁতে গুড্ডু-মুন্নার দ্বন্দ্ব আর দ্বিতীয়ার্ধে দু'জনের গাড়ির রেস, নিজের মাকে নিয়ে মুন্নার যন্ত্রণা, প্রেমিকার প্রতি বব্বনের তুলকালাম ভালোবাসা— সব মিলিয়ে উপভোগ্য এক গ্যাংস্টার থ্রিলার। শুধু বাবলু পণ্ডিতের চরিত্রে জিতেন্দ্র কুমার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও সিরিজের একই চরিত্রের অভিনেতা বিক্রান্ত মেসিকে ভুলিয়ে দিতে পারেননি।

গল্পের মূল কেন্দ্রে সেই আদি লড়াই— মির্জাপুরের গদি। সিরিজের চেয়ে ছবিতে রক্তপাত, অ্যাকশন তুলনায় অল্প। তবে ক্লাইম্যাক্স, পোস্ট ক্রেডিট জবরদস্ত। 'বিন্ধ্যবাসিনী কি জয় হো' গানটি একই সঙ্গে ছবির এবং আসন্ন শারদোৎসবের মেজাজ জমিয়ে দেয়। বাকি গানগুলির চেয়েও বেশি প্রভাবশালী আবহসঙ্গীত, যা ছবির গতি ও ধার বহুগুণ বাড়িয়েছে। তবে, কাহিনি উপস্থাপনাকে এতখানি সিনেম্যাটিক করে তোলায় অনেকখানি কৃতিত্ব সঞ্জয় কাপুরের ক্যামেরার। মির্জাপুরের গাঙ্গেয় অববাহিকার মেঠো স্বাদটা যেমন রেখেছেন, তেমন রাজস্থানের অংশে মরুভূমি, বালিয়াড়ির দৃশ্যগুলির অভিঘাতও সাঙ্ঘাতিক।

সিরিজের মতো সিনেমায় সংলাপ যথেষ্ট রঙিন। আর, গুড্ডু-মুন্নার প্রেমাস্পদ, এমনকী শ্বেতা ত্রিপাঠী অভিনীত গোলু গুপ্তার চরিত্র, পণ্ডিত-ভাইদ্বয়ের বোন ও তার প্রেমিকের অংশ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এখানেই সমস্যা। এই চরিত্রগুলির গুরুত্ব এবং মুন্নার অমরত্ব বিষয়ক আলোচনা, 'জলওয়া হ্যায় হমারা' বা রবিনের 'ইয়ে ভি ঠিক হ্যায়' জাতীয় সংলাপের মজা সিরিজ না দেখলে বোঝা মুশকিল। শিবা চড্ডার চরিত্রটি আরও জমকালো হয়েছে ঠিকই, তবে মূল কাহিনিতে মেয়েদের চরিত্রে কিছুটা কাঁচি চলেছে। কালীন ভাইয়ার দ্বিতীয়া স্ত্রীর আকর্ষণ অটুট, অথচ তাঁর নিজের যৌনতাকে অস্ত্র করে তোলার ইচ্ছেরও জোর কমেছে। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রসিকা দুগ্গল।

এর কাহিনি সিরিজের একটি প্রিক্যুয়েল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সিরিজটি না দেখলে সিনেমা হলে বিনোদন কম পড়তে পারে। শুধু প্রথম সিজন, অন্তত ছয় নম্বর পর্ব পর্যন্ত দেখে গেলেও চলবে। আর যাঁরা সিরিজের তিনটি সিজনই আত্মস্থ করে রেখেছেন, তাঁরা কিন্তু প্রথম পর্বের গুণমান বা সেবারের মতো শেক্সপিয়রিয়ান চূড়ান্ত পর্ব আশা করবেন না।

সিনেমাটি অনেকাংশেই ভক্তদের এত দিনের স্বপ্ন, ছোট ছোট আশাগুলিকে পূরণের জন্য তৈরি, নস্টালজিয়ার নিরাপদ রাস্তা ধরে হেঁটেছে। বুনে দেওয়া হয়েছে বারুদ-ঠাসা বিনোদন। এতটাই যে, সিনেমার দ্বিতীয় পর্ব দেখার ইচ্ছা জেগে ওঠে।

প্রযোজনা করেছেন ঋতেশ সিধওয়ানি এবং ফারহান আখতার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নতুন লুকে ইউক্রেনের টেনিস তারকা মার্তা।

মাঠে ময়দানে

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

আইএসএলের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি মোহনবাগানের বিদেশি ফুটবলারদের।

এএফসি ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা।

সতীর্থ ডেম্বেলের সঙ্গে হ্যাটট্রিক-হিরো ফেরান তোরেস (মাঝে)।

একটি প্রদর্শনী ম্যাচে সেই পুরনো শৈলী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার।

আল নাসেরের জার্সিতে আরও একটি গোলের পর রোনাল্ডোর পরিচিত সিউ সেলিব্রেশন।

পরিবারের সঙ্গে ৪১তম জন্মদিন পালনের ছবি পোস্ট করেছেন লুকা মদ্রিচ।

পাকিস্তানকে ১৯-০ গোলে হারানোর ম্যাচে হ্যাটট্রিক পূজার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

11 September, 2026 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

বোর্ডের সাধারণ সভায় প্রতিনিধি দিতে পারবে না জম্মু ও কাশ্মীর এবং বরোদা

১৪ বছর পর দলীপ আবার পূর্বাঞ্চলের

সেই চেন্নাইয়ে ১৪ বছর পর আবার দলীপ ট্রফি জিতল পূর্বাঞ্চল। খেলার পর উচ্ছ্বাস ক্রিকেটারদের। বৃহস্পতিবার।

চেন্নাই, ১০ সেপ্টেম্বর : প্রথম দিনই দলীপের ফাইনালে জাঁকিয়ে বসেছিল পূর্বাঞ্চল। দ্বিতীয় দিন ৭০৮ রান তুলে ফেলার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে। বাকি তিনদিন মোটামুটি একটা নিয়মরক্ষার খেলা শেষ করে বৃহস্পতিবার চায়ের আধ ঘন্টা আগে খেলা শেষ করে দেওয়া হল। ঈশান কিশানদের হাতে ট্রফি উঠল। ১৪ বছর আগে এই চেন্নাইয়ে দলীপ ট্রফি জিতেছিল পূর্বাঞ্চল। আবার জিতল ঈশানের হাত ধরে।

অপেক্ষার পালা শেষ হল যখন শততম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলতে নামা মহম্মদ শামিকে জড়িয়ে ধরেন দক্ষিণাঞ্চল অধিনায়ক তিলক ভার্মা। তার আগে পূর্বাঞ্চল ৭ উইকেটে ৩৮৮ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেওয়ার সঙ্গেই খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন আম্পায়াররা। সেটা চা বিরতির আগের ঘটনা। ঈশান কিশান খেলা শেষের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিপক্ষের অধিনায়ক তিলককে। তিনি সেটা মেনে নেন। এরপর একসঙ্গে হাডল করে গোটা দল। নাচতে থাকে বৈভব সূর্যবংশী। তার সঙ্গে পা মেলান বাকিরাও।

চতুর্থ দিন খেলার শেষে পূর্বাঞ্চলের রান ছিল ৫ উইকেটে ২১২। অনেকে ভেবেছিলেন ঈশানরা কিছুটা সময় ব্যাট করে তিলকদের ব্যাট করতে দেবেন। কিন্তু উইকেটের চেহারা দেখে ঈশানরা আর ডিক্লেয়ার করেননি। করে লাভ হবে না বুঝে গিয়েছিলেন। দুই সেশনে পড়েছে মোটে দুটি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরির সুযোগ ছিল ঈশানের সামনে। কিন্তু তিনি ৮০ রান করে আউট হয়ে যন। শিখর মোহন করেন ৫২ রান। প্রথম দফায় কুশাগ্রর সেঞ্চুরি, ঈশানের ডাবল সেঞ্চুরি পূর্বাঞ্চলকে রানের পাহাড়ে তুলে দিয়েছিল। শামি-মুকেশের বোলিংও বেশি দূর এগোতে দেয়নি দক্ষিণাঞ্চলকে।

পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসে কুরেশি ১১৬ রানে নট আউট থেকে গিয়েছেন। অনুকুল রায় করেছেন ৬৪ রান। কুরেশির সঙ্গে ০ রানে নট আউট থেকে যান শামি। তবে টেস্ট দলের নির্ভরযোগ্য সিমার মহম্মদ সিরাজ দ্বিতীয় ইনিংসেও দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি ৪৭ রানে ১টি উইকেট নিয়েছেন। স্পিনার শ্রেয়স গোপাল ৭৫ রান দিয়েও উইকেট পাননি। তবে ২৮ রানে দুটি উইকেট নিয়েছেন নিধেশ।

খেলার পর পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক ঈশান বলেন, আমরা এখানে একটা দল হিসাবে খেলেছি। সবাই সবার দিকে নজর রেখেছিলাম। এই সাফল্য এসেছে তাতেই।

ভবানীপুরের বিরুদ্ধে পরীক্ষা মহামেডানের

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের মতো ভবানীপুরও কলকাতা লিগে অপরাজিত থেকে সুপার সিক্সে উঠেছে। রঞ্জন চৌধুরীর দলের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে প্রথম পরীক্ষাটাই অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে।

ভবানীপুরে ময়দানের একাধিক অভিজ্ঞ চেনা মুখ। তবে সুপার সিক্সের আগে তারাও সমস্যায় পড়েছে। সাহিল হরিজন-সহ প্রথম একাদশের অন্তত পাঁচজন ফুটবলার দল ছেড়েছেন। প্রস্তুতির জন্য মাঠ পায়নি রঞ্জনের দল। ফলে ভবানীপুরের কোচকে নতুন করে অল্প সময়ের মধ্যে টিম কম্বিনেশন তৈরি করতে হচ্ছে। মহামেডান এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চাইছে।

মহামেডানের প্রস্তুতি।

মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু কোচের দায়িত্ব ছাড়ার পর অন্তর্বর্তী দায়িত্ব সামলাচ্ছেন শাহিদ রামন। তাঁর কোচিংয়ে কোল ইন্ডিয়ার কাছে হারলেও শেষ ম্যাচ জিতেই সুপার সিক্সে উঠেছে মহামেডান। কোচ রামন বলছেন, সুপার সিক্সে তিন প্রতিপক্ষই শক্তিশালী। আমরা প্রতিপক্ষকে সমীহ করি। লড়াইয়ের জন্য আমরা তৈরি।

পাঁচ গোলে শুরু মোহনবাগানের

জোড়া গোলের পর মনবীরকে অভিনন্দন দুই গোলদাতা সন্দীপ-সাহালের।

মোহনবাগান ৫	**কোল ইন্ডিয়া ১**
(মনবীর-২, সাহাল, সন্দীপ, কিয়ান)	**(ইরফান)**

প্রতিবেদন : ডুরান্ড ফাইনালে ডার্বি হারের পর কলকাতা লিগের বড় ম্যাচেও জিততে পারেনি মোহনবাগান। লিগে ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়র দলকে হারাতে না পারায় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল মোহনবাগানকে। সেই ধাক্কা সামলে লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে দুরন্ত শুরু করল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে কোল ইন্ডিয়াকে ৫-১ গোলে হারাল বাস্তব রায়ের দল। সেই সঙ্গে ডার্বিতে ব্যর্থতার জ্বালা কিছুটা জুড়িয়ে চাপ কাটাল মোহনবাগান। ম্যাচে জোড়া গোল করেন মনবীর সিং। একটি করে গোল করেন সাহাল আব্দুল সামাদ, সন্দীপ মালিক ও কিয়ান নাসিরি। ডার্বিতে ব্রাত্য সন্দীপ দুরন্ত সাইড ভলিতে গোল করে নায়ক।

সুপার সিক্সের সূচি বদল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ম্যাচ জিতে উঠেই সাংবাদিক সম্মেলনে সূচি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মোহনবাগান কোচ। বাস্তব বলেন, ইস্টবেঙ্গল শুক্রবার নামছে। কিন্তু একই দিনে সবার ম্যাচ হওয়া উচিত ছিল। এটা চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড।

এদিন প্রথম একাদশে কয়েকটি পরিবর্তন আনেন কোচ বাস্তব। লিস্টন শুরু করেন সায়নের জায়গায়। আপুইয়ার জায়গায় দীপক টাংরি শুরু করেন। সন্দীপ ও রবিলাল মান্ডি প্রথম একাদশে ফেরেন। আগ্রাসী ফুটবল খেলে প্রথমার্ধেই ৫-০ এগিয়ে ম্যাচ কার্যত হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয় মোহনবাগান। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে লিস্টনকে প্রথমার্ধে তুলে নিতে বাধ্য হন কোচ বাস্তব। দ্বিতীয়ার্ধে সেই দাপট দেখা যায়নি মোহনবাগানের খেলায়। পরিবর্ত হিসেবে নেমে কিয়ানের ক্রস থেকে গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে একা কোল ইন্ডিয়ার গোলকিপারকে পেয়েও বল জালে জড়াতে পারেননি সায়ন। মনবীর, সাহালরাও সুযোগ হাতছাড়া করেন। ফলে গোলের ব্যবধান বাড়িয়ে রাখতে পারেনি মেরিনার্স। পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ করেন কোল ইন্ডিয়ার ইরফান।

বাড়ছে বিদেশি

প্রতিবেদন : শিল্ডে পাঁচ নয়, ছয় বিদেশি ফুটবলার খেলানোর ভাবনা আইএফএ-র। আগামী সপ্তাহে ক্লাবগুলির সঙ্গে আলোচনা করে বিদেশি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আইএফএ। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের ম্যাচ দিয়ে শিল্ড শুরু হচ্ছে। তবে পাঞ্জাব এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এবং শ্রীনিধি ডেকান এখনও লিখিত সম্মতি দেয়নি আইএফএ-কে। তবে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত নিশ্চিত তিনটি দলই শিল্ডে খেলবে।

ডার্বির আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামছে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : মোহনবাগানের জাতীয় দলের তারকাদের থামিয়ে ডার্বি ড্র রেখেছিল ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়র ব্রিগেড। ১১ জন বাঙালি রুখে দিয়েছিল সাহাল আব্দুল সামাদ, আপুইয়া, মনবীর সিংদের। মহম্মদ বিলালের গোলে পিছিয়ে থেকেও ডার্বি ১-১ ড্র করে প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের বঙ্গ তথা ভারতীয় ব্রিগেড। ডার্বির আত্মবিশ্বাস নিয়েই শুক্রবার নিজেদের মাঠে ঘরোয়া লিগে সুপার সিক্স পর্ব শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে বিজয়, মনোতোষরা।

সামনে ইউনাইটেড স্পোর্টস।

লিগে ধারাবাহিকতা দেখিয়ে এখনও অপরাজিত মশালবাহিনী। তবে সুপার সিক্সে নামার আগে সমস্যায় পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। দলের অন্যতম কার্যকরী ফুটবলার চাকু মান্ডি রেলের হয়ে অফিস টুর্নামেন্ট খেলতে চলে গিয়েছেন। ফলে সুপার সিক্সে তাঁকে পাবে না দল। ডার্বিতে সাহাল, কিয়ান নাসিরিদের নড়তে না দেওয়া বাঙালি সেন্টার ব্যাক অঙ্কন ভট্টাচার্যেরও অফিস খেলতে যাওয়ার কথা ১৫ সেপ্টেম্বর। কিন্তু ক্লাবের তরফে চেষ্টা করা হচ্ছে অঙ্কনকে আটকাতে। চোটে ছিটকে গিয়েছেন মনোতোষ মাজি। সূত্রের খবর, রেলের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে সুপার সিক্সের জন্য কলকাতায় রাখতে চাইছে ক্লাব।

আপাতত অঙ্কন শুক্রবারের ইউনাইটেড স্পোর্টস ম্যাচে ফোকাস রেখেছে। লাল-হলুদের বঙ্গ ডিফেন্ডার বললেন, আমার অফিস খেলার বিষয়টি ক্লাব দেখছে। আমি এখন সুপার সিক্সের ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। ডার্বির পর আমরা সকলে একজোট। লিগটা জিততেই হবে। ইউনাইটেড ভাল দল। কিন্তু আমরা সবাই উজ্জীবিত। তিনটি ম্যাচে আমরা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে চাই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

11 September, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

ইংল্যান্ডের দ্রুততম ক্রিকেটার হিসাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাজার রান করলেন হ্যারি ব্রুক।

পিএসজি ৬, তোরেস ৩ বিধ্বংসী বার্সেলোনাও

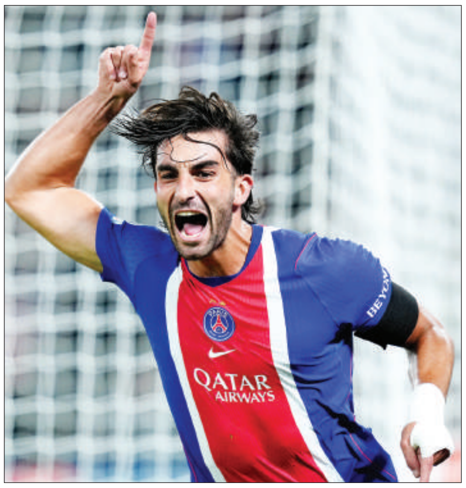

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস রাফিনহার। পাশে, হ্যাটট্রিকের উল্লাস তোরেসের।

পিএসজি ৬	ব্রাতিস্লাভা ১
বার্সেলোনা ৫	ফেইনুর্ড ১
আর্সেনাল ১	নাপোলি ০
লিভারপুল ২	অ্যাটলেটিকো ১

প্যারিস, ১০ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের পরেই ক্লাব বদলেছেন। ফাইনালে স্পেনকে ট্রফি জেতানো একমাত্র গোলটি করা ফরোয়ার্ড ফেরান তোরেস পিএসজি'র জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিষেকেই হ্যাটট্রিক করে ফেললেন। বড় জয় পেয়েছে তোরেসের দলও।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হ্যাটট্রিক-খেতাবের অভিযানে নামা পিএসজি স্লোভাকিয়ার ক্লাব স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে ৬-১ গোলে চূর্ণ করে শুরু করল ২০২৬-২৭ ইউরোপীয় মরশুম। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের হাফ ডজন গোলের বিধ্বংসী জয়ে জোড়া গোল করেছেন উসমান ডেম্বেলে। অপর একটি গোল করেন ফাবিয়ান রুইজ। তবে ডেম্বেলে গোটা দুয়েক সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে তোরেসের মতোই হ্যাটট্রিক করে মাঠ ছাড়তে পারতেন। প্রতিপক্ষ ব্রাতিস্লাভা সেভাবে কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেনি।

পিএসজির মাঠে নামার আগে ডাচ ক্লাব ফেইনুর্ডকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যাত্রা শুরু করেছে বার্সেলোনা। জোড়া গোল রাফিনহার। একটি করে গোল করেন লামিনে ইয়ামাল, করিম আদেইয়েমি এবং গ্যাব্রিয়েল জেসুস।

চ্যাম্পিয়নদের বড় জয়ের দিনে ১-০ ব্যবধানে জিতেছে গতবারের রানার্স আর্সেনালও। মার্টিন ওডেগার্ডের দুরন্ত ফর্ম চলছেই। নেপলসে গিয়ে দল যখন পয়েন্ট হারানোর ঝুঁকিতে, ঠিক তখনই জ্বলে উঠলেন আর্সেনাল অধিনায়ক। তাঁর একক নৈপুণ্যেই দুরন্ত গোলে নাপোলির মাঠ থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারছে গানার্স। ম্যাচের ৭৫ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ওডেগার্ড।

লিভারপুলের জয়ও আর্সেনালের মতো সহজে এল না। ২-১ গোলে তারা জিতেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে। ১৭ মিনিটে মাদ্রিদের মার্কোস লরেন্তের গোলে পিছিয়ে পড়ে লিভারপুল। ৪০ মিনিটে সমতা ফেরান ডমিনিক সোবোসলাই। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাক অ্যালিস্টার জয়সূচক গোলটি করেন।

হকিতে পাকিস্তানকে ১৯ গোল দিল ভারত

বেজিং, ১০ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেটে পেরে উঠছে না, হকিতেও ভারতের কাছে লজ্জার হার পাকিস্তানের মেয়েদের। জুনিয়র মহিলা এশিয়া কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পাকিস্তানকে ১৯-০ গোলে চুরমার করে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠল ভারতের মেয়েরা। মোট ১৩ জন খেলোয়াড় গোল করেছেন। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেলেন পূজা মালিক। দু'টি করে গোল রোশনি আইন্দ, সানিকা মানে, মধু সিদার ও সুপ্রিয়ার। বাকি আট খেলোয়াড় একটি করে গোল করেন। শনিবার সেমিফাইনালে ভারত খেলবে কোরিয়া-মালয়েশিয়া ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে।

আক্রমণাত্মক হকির প্রদর্শন করে গোলবর্ষণের শুরুটা করেন পূজা সাহু। ৭ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি কর্নার থেকে তাঁর প্রথম গোল। দু'মিনিট পর রোশনি ফিল্ড গোল করেন। এরপর ভারতের গোলবর্ষণ চলতেই থাকে। প্রথম কোয়ার্টারের শেষ দিকে ৫-০ এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও ভারতের দাপট অব্যাহত থাকে। গীতা যাদব, সানিকা মানে, পূজা মালিকরা গোল করে প্রথমার্ধেই ভারতকে ১০-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।

শেষ দুই কোয়ার্টারে ভারত আরও আগ্রাসী। ৫১ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন পূজা মালিক। পূর্ণিমা যাদব, কৃষ্ণা শর্মা, বিনিমা ধন, সুপ্রিয়ারা স্কোরশিটে নাম তোলেন।

চোট থেকে ফিরে এশিয়াডে চোখ

বরুণ দেখতে চান অ্যাথলিটদেরও

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : ২৯ বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। বরুণ চক্রবর্তী এখন ৩৫। তিনি বলছেন, এখনও কেরিয়ারের প্রথম অর্ধে রয়েছেন। যেহেতু তাঁর ক্রিকেট শুরু হয়েছিল দেরিতে।

ইংল্যান্ড সফরের মাসল চোট থেকে সেরে উঠেছেন। এখন বরুণের চোখ আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়ান গেমসের দিকে। টিওআই-কে বরুণ বলেছেন, তাঁর আগে কখনও মাসলে চোট হয়নি। সেন্টার অফ এক্সেলেন্স সেরে উঠতে সাহায্য করেছে। পাশে থাকা লোকজন আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছেন। ফলে তাঁর এই মাঠে প্রত্যাবর্তন সহজ হয়েছে। প্রচুর দৌড়েছি। স্ট্রেংথ ট্রেনিং করেছি। উপকার হয়েছে। বলেছেন তিনি।

বরুণ আরও বলছেন নিজেকে প্রকাশ করতে আত্মবিশ্বাস খুব জরুরি। আর এটা ভাল কাজ করে খেলা থেকে বিরতি পেলে। তখন নিজের বোলিং নিয়ে বিশদে ভাবা যায়। আক্রমণ ক্ষুরধার করা যায়। না হলে পরপর ম্যাচে এই সুবিধা থাকে না। বরুণ জানাচ্ছেন, তিনি আগে কখনও জাপান যাননি। ফলে কিছুটা উত্তেজিত। আইচি নাগোয়ায় এশিয়াডের ম্যাচ খেলবেন।

একইসঙ্গে এশিয়াডের অন্য অ্যাথলিটদের সঙ্গেও কথা বলতে চান। দেখতে চান কীভাবে ১০০ মিটারের প্রতিযোগী নিজেকে তৈরি করে। কীভাবে ব্যাডমিন্টন তারকাদের প্রস্তুতি হয়।

এশিয়াডে ভারতের ক্রিকেট দল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলবে। তার আগে জাপানের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ রয়েছে। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার।

শেষ চারে জেরেভ, সেমিফাইনালে গফও

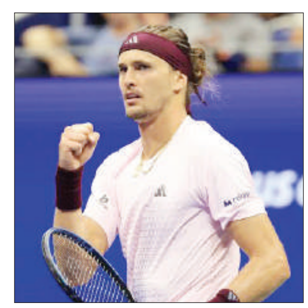

নিউ ইয়র্ক, ১০ সেপ্টেম্বর : ফরাসি ওপেন ছিল তাঁর প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম। দ্বিতীয়টাও এবার হয়ে যেতে পারে ইউএস ওপেনে। আলেকজান্ডার জেরেভ কোয়ার্টার ফাইনালে ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্যান ডি জানস্কুল্পকে হারাতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি সময় নেননি। এই নিয়ে তৃতীয়বার তিনি ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন।

জার্মানির এক নম্বর তারকা জেরেভ এবারের টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই। তিনি তিন সেটের ম্যাচে জিতেছেন ৬-২, ৭-৫, ৬-১ গেমে। আগাগোড়া ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাপট দেখিয়েছেন জেরেভ। শুধু দ্বিতীয় সেটে ভ্যান একবার ৩-২-এ এগিয়ে গিয়েছিলেন। তবে লাভ হয়নি। এই ব্রেক পয়েন্টের পর জেরেভ ৩৩টি র‍্যালি খেলে প্রতিপক্ষের অগ্রগতি থামিয়ে দেন।

তৃতীয় সেটে ভ্যান অবশ্য আবার ৫-৪-এ এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেটাও আটকে দিয়ে ৭-৫-এ সেট নিয়েছেন জেরেভ। এই নিয়ে নবম খেলোয়াড় হিসাবে এক মরশুমে সবক'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠছেন তিনি। এবার জেরেভ শেষ চারে খেলবেন কারেন খাচানভের বিরুদ্ধে। পুরুষদের অন্য সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন ফ্রান্সিস টাইফু ও বেন শেলটন। দ্বিতীয়জন কার্লোস আলকারেজকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন।

এদিকে, মেয়েদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছেন কোকো গফ। তিনি মিরা আন্দ্রিয়েভাকে হারিয়েছেন ২-৭, ৭-৬(৭), ৬-২ সেটে। গফ এবার খেলবেন দ্বিতীয় বাছাই ইলিনা রিবাকিনার বিরুদ্ধে। অন্য সেমিফাইনালে হবে শীর্ষ বাছাই ও দুবারের চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা এবং জেসিকা পেগুলার মধ্যে।

রোনাল্ডো ৯৭৯, নজরে গোলহীন মেসিও

শিকাগো, ১০ সেপ্টেম্বর : দিন তিনেক আগেই ব্যালন ডি'অর পুরস্কারের জন্য মনোনীত ফুটবলারের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে নাম ছিল না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। এই নিয়ে চারবার পর্তুগিজ মহাতারকার নাম ব্যালনের তালিকায় নেই। সে কারণেই কি নিজেকে আরও একবার প্রমাণ করার তাগিদ অনুভব করলেন? ৪১ বছরের রোনাল্ডো হাজার গোলের মাইলফলকের আরও কাছে পৌঁছে গেলেন। এটি তাঁর কেরিয়ারের ৯৭৯তম গোল।

হাজারের পথে আরও একধাপ। ডানদিকে, গোল না পেলেও ছন্দে মেসি।

সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে প্রতিপক্ষ আভাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে রোনাল্ডোর আল নাসের। ২২ মিনিটে অ্যাঞ্জেলোর ইনসুইং কর্নার থেকে দুরন্ত হেডে গোল করেন সিআর সেভেন। চলতি প্রো লিগে রোনাল্ডোর এটি তৃতীয় গোল। ৫৮ মিনিটে ২-০ করেন আবদুল্লা আল হামদান। ৭৫ মিনিটে আভা ব্যবধান কমায় নাবিল ফেকিরের গোলে।

রোনাল্ডোর দাপটের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিকাগোয় রেকর্ড দর্শকের উপস্থিতিতে গোল না করেও নায়ক সেই লিয়োনেল মেসি। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির দ্বৈরথ ছিল রবার্ট লেয়নডস্কির বিরুদ্ধেও। লেয়নডস্কি বনাম মেসি ম্যাচ দেখতে ৬৩ হাজার ৯৪ জন দর্শক হাজির ছিলেন স্টেডিয়ামে। বার্সেলোনার প্রাক্তন পোলিশ তারকার গোলে ১০ মিনিটেই এগিয়ে যায় শিকাগো ফায়ার। দ্বিতীয়ার্ধে মেসির নিখুঁত কর্নার থেকে হেডে গোল করে সমতা ফেরান কাসেমিরো। শেষ পর্যন্ত ম্যাচে কেউ জেতেনি। লেভা-মেসির অবদানে লড়াই ১-১ ড্র।

১৬

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

শুক্রবার

মাঠে ময়দানে

11 September, 2026 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কানাডা সুপার সিক্সটিতে ভ্যাঙ্কুভার অ্যাক্সার্সে যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন জাহির খান। যুবরাজ তাতে খুশি

শেফালি-দীপ্তির দাপটে ফাইনালে

ভারত ১৪৯/৬ (২০ ওভার)
বাংলাদেশ ১০৯/৭ (২০ ওভার)

দুবাই, ১০ সেপ্টেম্বর : যতবার মেয়েদের এশিয়া কাপ হয়েছে, ততবারই ভারত ফাইনালে খেলেছে। ২০২৬-এও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে ভারত ৪০ রানে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

লো স্কোরিং ম্যাচে আগে ব্যাট করে ভারত তুলেছিল ১৪৯/৬। জবাবে বাংলাদেশ ১০৯/৭। দুবাইয়ের উইকেটে বল সামান্য ঘুরেছে। তবে অনেক দেরিতে এসেছে। এমন উইকেটে দীপ্তি শর্মা ২৬ রানে ৩টি, নন্দিনী শর্মা ২০ রানে ২টি ও শ্রী চরনি এবং প্রেমা রাওয়াত ১টি করে উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের ইনিংস একশোর আশপাশে আটকে দেন। দিলারা আকতার ২১, নিগার সুলতানা ১৯ রান করেন। শর্না আকতার ২২ নট আউট থাকেন।

শেফালি ভার্মা আউট হওয়ার পর সব নজর পড়েছিল হরমনপ্রীত ও রিচার উপর। কঠিন উইকেটে শেষ ছয় ওভারে কত রান ওঠে সেটা নির্ভর করছিল এদের উপর। দলের ১২৮ রানে রিচা (২১) ফিরে যান নাহিদা আকতারের বলে। বাংলাদেশের বোলিং শক্তিশালী। বিশেষ করে স্পিন। সমস্যা করেছে স্লো উইকেট। শেষমেশ হরমনপ্রীত ২৪ ও ভারতী ফুলমালি ০ নট আউট থেকে ভারতের রান ১৪৯/৬-এ পৌঁছে দেন। তার আগে দীপ্তি করেন ১৩ রান।

বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার টসে জিতে আগে ভারতকে ব্যাট করতে দেন। হরমনপ্রীতের কথা শুনে মনে হল এতে তাঁর ভালই হয়েছে। টসে জিতলে তিনি ব্যাটই নিতেন। হরমনপ্রীত বলছিলেন, আগে ব্যাট করে বোর্ডে রান তুলতে চাইছিলাম। আগে ব্যাট পেয়ে সেটাই হল। তবে বড় রান হয়নি। দুটো দলই এদিন আগের ম্যাচের খেলোয়াড়দের নিয়ে খেলেছে।

ভারত আগে ব্যাট করতে চাইলেও শুরু ভাল হয়নি। ৯ রানে স্মৃতি মান্ধানাকে (২) হারাতে হয়েছে। সুলতানা খাতুন তাঁর উইকেট নিয়েছেন। স্মৃতি দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। তাঁর উপর অনেক আশা ছিল দলের। তিনে নেমেছিলেন প্রতীকা রাওয়াল। তিনিও বড় রান পেলেন না। ২০ রান করে আউট হয়ে যান রাবেয়া খানের বলে। ৫৯ রানে ভারতের দ্বিতীয় উইকেট পড়েছে।

তবে এরপর ছোট্ট একটা পার্টনারশিপ হয়েছিল শেফালি ও অধিনায়ক হরমনপ্রীতের মধ্যে। কিন্তু সবে যখন শেফালি আরও বড় স্কোরের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, তখনই আউট হয় গেলেন সুলতানার বলে। শেফালি ৪০ বলে ৬৪ রান করেছেন। সাতটি চার ও তিন ছক্কায়। তিনি আউট হয়ে যাওয়ায় রানরেট পড়ে গিয়েছিল। যে ধাক্কা হরমনপ্রীতরা সামলাতে পারেননি। না হলে রান বাড়ত। তবু ফাইনালে উঠে সেসব সামাল দেওয়া গিয়েছে।

দুবাইয়ের কঠিন উইকেটে হাফ সেঞ্চুরি শেফালির। বৃহস্পতিবার।

বিশ্বকাপ অনেক দেরি আছে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রস্তুতি শুরু রোহিতের

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন রোহিত শর্মা। তাঁর মিডিয়া টিম 'টিম রে' অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে রোহিতের একটি স্নিপেট পোস্ট করেছে। যার ক্যাপশন হয়েছে ফাইনেস। অর্থাৎ সূক্ষ্মতা বা নিপুণতা।

ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে ভারত। প্রথম ম্যাচ তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড মাঠে হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। পরের দুটি ম্যাচ হবে ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম ও ৩ অক্টোবর মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং ইন্টারন্যাসনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ এরপর পাঁচটি টি-২০ ম্যাচ খেলবে। তবে রোহিত বা বিরাট এখন একদিনের ম্যাচ ছাড়া আর কোনও ফর্ম্যাটে অংশ নেন না। গত ইংল্যান্ড সিরিজে রটে গিয়েছিল যে রোহিতের সেটাই শেষ সিরিজ। কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে দেয় বোর্ড। রোহিতও লর্ডসে শেষ একদিনের ম্যাচে ১৩৮ রান করেন।

এরপর বোর্ডের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রাক্তন অধিনায়ককে নিয়ে নির্বাচকদের কাছে কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি। তিনি দারুণ ফর্মে রয়েছেন। সুতরাং এই বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। শোনা যায় নির্বাচকদেরও বলে দেওয়া হয়েছে রেহিতকে নিয়ে কোনও মন্তব্য না করতে।

এই আবহে রোহিতের মিডিয়া টিম যে পোস্ট করেছে তাতা একটা বার্তা খুব স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এদিনের সিরিজেও খেলবেন। আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে ৩৯ বছরের হিটম্যান পাখির চোখ করেছেন ২০২৭ বিশ্বকাপকে। তাঁর মতোই বিশ্বকাপের দিকে তাকিয়ে আছেন অধুনা লন্ডন নিবাসী বিরাটও।

এদিকে, আগামী বছরের অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন রোহিত শর্মা। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে নিজের বিশ্বকাপ খেলা প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর মাত্র দশটি শব্দে দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। তাতে তিনি নিশ্চিত করে কিছু বলেননি, অথবা অস্বীকারও করেননি।

মুম্বইয়ের ইভেন্ট শেষে রোহিতের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁর আগামী বছরের বিশ্বকাপ পরিকল্পনা নিয়ে। জবাবে ৩৯ বছরের ভারতীয় তারকা ব্যাটার বলেছেন, "অক্টোবর, ২০২৭ অনেক দূরের ব্যাপার, সময় আসুক তখন দেখা যাবে।" আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমবর্ধমান জল্পনার মধ্যেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের এই সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়াটিতে কিছুই স্পষ্ট হয়নি। বরং কোনও কিছু স্বীকার বা অস্বীকার না করে ধোঁয়াশা রেখে দিলেন রোহিত।

আফগান সিরিজে ফিট বুমরা, হর্ষিতের বদলি যশ

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর তিনদিন আগে গৌতম গম্ভীরকে স্বস্তি দিলেন জসপ্রীত বুমরা। আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়ান গেমসের জন্য বুমরাকে ফিট ঘোষণা করেছে ভারতীয় বোর্ড। তবে পেসার হর্ষিত রানাকে পাবে না ভারত। এই দুই প্রতিযোগিতার জন্য কেকেআর পেসারের পরিবর্ত ঘোষণা করে দিয়েছে বিসিসিআই। দলে নেওয়া হয়েছে বিদর্ভের ডান হাতি পেসার যশ ঠাকুরকে। অন্যদিকে অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডি এবং ওয়াশিংটন সুন্দর চোট সারিয়ে দলে ফিরছেন।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে চোট সারিয়ে ফিট হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলেন বুমরা, হর্ষিত ও হার্দিক পান্ডিয়া। হার্দিকের ম্যাচ ফিটনেস দেখতে তাঁকে ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের জন্য ভারত 'এ' দলে নেওয়া হয়েছে। বুধবার বুমরার আরও একবার ফিটনেস পরীক্ষা হয়। তার রিপোর্টে সন্তুষ্ট করেছে বোর্ডের চিকিৎসক এবং ফিজিওকে। ফলে আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়ান গেমসে বুমরার খেলা নিয়ে কোনও সংশয় থাকল না।

আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়াডের দলে বুমরাকে রাখা হলেও মেডিক্যাল টিমের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় ছিল বোর্ড। সেই ছাড়পত্র মিলেছে। গত ১৬ জুলাই ইংল্যান্ডে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন বুমরা। ফলে প্রায় দু'মাস পর তিনি প্রত্যাবর্তন করছেন।

৪৭ বছরেও তাহিরের ৫

জর্জটাউন, ১০ সেপ্টেম্বর : সবথেকে বেশি বয়সী ক্রিকেটার হিসাবে পাঁচ উইকেট নেওয়ার নিজের রেকর্ড ভেঙে দিলেন ইমরান তাহির। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তিনি গায়েনা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিরুদ্ধে তিনি ৫ উইকেট নিয়েছেন। রেকর্ডের সময় তাহিরের বয়স ছিল ৪৭ বছর ১৬৬ দিন। এক বছর আগে তিনি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেই ৪৬ বছর ১৪৮ দিনে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। সিপিএলে তাহির এবার এখনও পর্যন্ত ১২টি উইকেট নিয়েছেন। এই ম্যাচে গায়েনা ৪ উইেটে জিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন লেগ স্পিনার ৪৭ বছর বয়সেও রীতিমতো নজর কাড়ছেন। তাহির এখন আর আন্তজাতিক ক্রিকেট খেলেন না। কিন্তু এই বয়সেও তিনি যে কত ফিট সেটা দুনিয়া জুড়ে টি-২০ লিগে দেখাচ্ছেন।